Bangla Quran

with arabic transliteration

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষমতা দান কর

পারা -২১

এই পেইজে শুধুমাত্র বোঝার জন্য বাংলায় আরবী উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। সবাই চেষ্টা করবেন আরবী অংশ দেখে প্রকৃত আরবী উচ্চারণে পড়ার,

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۭ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ ﴿٤٥﴾

৪৫। উত্‌লু মা~উহিয়া ইলাইকা মিনাল্ কিতা-বি ওয়া আক্বিমিস্ব্ স্বালা-তা ; ইন্নাস্ব স্বালা-তা তান্‌হা- 'আনিল্

(৪৫) যে কিতাব আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তা আবৃত্তি করুন এবং নামাজ কায়েম করুন। নিশ্চয়ই নামাজ বিরত রাখে

الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ۭ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَلَا

ফাহ্‌শা—ই ওয়াল্ মুন্‌কারি; ওয়া লাযিক্‌রুল্লা-হি আক্‌বারু ; ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু মা-তাস্বনা'উন। ৪৬। ওয়ালা-

অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে। আল্লাহর যিকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ (আমল)। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা জানেন। (৪৬) তোমরা

تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ڰ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ

তুজা-দিলূ~আহ্‌লাল্ কিতা-বি ইল্লা- বিল্লাতী হিয়া আহ্‌সানু, ইল্লাল্লাযীনা জালামূ মিন্‌হুম

উত্তম পন্থা ব্যতীত; কিতাবীদের সাথে ঝগড়া করবে না কিন্তু তাদের মধ্যে যারা অন্যায়কারী, তাদের সাথে করতে পার; এবং

وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ

ওয়া কূলূ~আ-মান্না- বিল্লাযী~উন্‌যিলা ইলাইনা- ওয়া উন্‌যিলা ইলাইকুম ওয়া ইলা-হুনা- ওয়া ইলা-হুকুম ওয়া-হিদুওঁ

বলুন, আমাদের তো সে কিতাবের প্রতি বিশ্বাস আছে, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমাদের ও তোমাদের মা'বূদ তো

وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۭ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ

ওয়া নাহ্‌নু লাহূ মুস্‌লিমূন। ৪৭। ওয়া কাযা-লিকা আন্‌যাল্‌না~ইলাইকাল্ কিতা-বা, ফাল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল

একজনই এবং আমরা সবই তার প্রতি আত্মসমর্পণকারী। (৪৭) এভাবেই আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি। যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তার

الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَاۗءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ۭ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا

কিতা-বা ইউ'মিনূনা বিহী, ওয়া মিন্ হা~উলা—ই মাই ইউ'মিনু বিহী ; ওয়া মা- ইয়াজ্‌হাদু বিআ-ইয়া-তিনা~ইল্লাল্

প্রতি ঈমান রাখে এবং এদের (মুশরিকদের) মধ্যে হতেও কতিপয় এর প্রতি ঈমান রাখে। শুধু মাত্র কাফিরেরাই আমার আয়াতকে

الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا

কা-ফিরূন। ৪৮। ওয়ামা- কুন্‌তা তাত্‌লূ মিন্ ক্বাব্‌লিহী মিন্ কিতা-বিওঁ ওয়ালা- তাখুত্‌ত্বুহূ বিয়ামীনিকা ইযাল্

অস্বীকার করে। (৪৮) হে মুহাম্মদ (স)! আপনি এর পূর্বে আর কোন কিতাব আবৃত্তি করেন নি এবং কোন কিতাবও আপনার হাত দ্বারা লিখেননি যে, বাতিল পন্থীরা

لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ۭ

লার্‌তা-বাল্ মুব্‌ত্বিলূন। ৪৯। বাল্ হুওয়া আ-ইয়া-তুম বাইয়্যিনা-তুন ফী স্বুদূরিল্ লাযীনা উতুল 'ইল্‌মা ;

(কুরআনের ব্যাপারে) সন্দেহ করবে। (৪৯) তবে এ কুরআন তাদের অন্তরে স্পষ্ট নির্দশন (হিসেবে রক্ষিত) যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৫) ঃ ولذكر الله اكبر – [আল্লাহর সর্বশেষ (আমল)] অর্থাৎ অশ্লীল ও গুনাহর কাজ থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে নামাজের চেয়েও আল্লাহর যিকির অধিক ফলদায়ক। কারণ, মানুষ যখন পর্যন্ত নামাজে থাকে, ততক্ষণ অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে, নামাজের পরে এর ততটা প্রভাব থাকে না। কিন্তু সর্বদা আল্লাহর যিকির (স্মরণ) করার দ্বারা, আল্লাহর যিকিরই, তাকে অশ্লীল ও গুনাহর কাজ থেকে সর্ব সময়ের জন্য বিরত রাখে। তাই বান্দার উচিত কখনও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না থাকা। ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৬) ঃ انزل الينا – অর্থাৎ কুরআন মাজীদ انزل اليكم তাওরাত ইঞ্জিল ও যাবুর। ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৭) ঃ يؤمنون – দ্বারা আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) প্রমুখকে বুঝান হয়েছে।

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ

ওয়ামা- ইয়াজ্‌হাদু বিআ-ইয়া-তিনা ~ইল্লাজ্‌ জা-লিমূন। ৫০। ওয়া ক্বা-লূ লাওলা~উন্‌যিলা 'আলাইহি আ-ইয়া-তুম্‌ মির্‌ রাব্বিহী ;

আমার আয়াতের অস্বীকারকারী, জালিম ব্যতীত আর অন্য কেউই নয়। (৫০) তারা বলে, এর উপর কোন নিদর্শন তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কেন অবতীর্ণ করা হয় না?

قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا

কুল ইন্নামাল্‌ আ-ইয়া-তু 'ইন্দাল্লা-হি ; ওয়া ইন্নামা ~আনা নাযীরুম্‌ মুবীন। ৫১। আওয়া লাম্‌ ইয়াক্‌ফিহিম আন্না~আন্‌যালনা-

বলুন, নিদর্শনতো সব আল্লাহর কাছে; আমিতো শুধু একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী। (৫১) তাদের জন্য এটাকি যথেষ্ট নয় যে, আমি

৫ ع ৭ ১ রুকূ

عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

'আলাইকাল্‌ কিতা-বা ইউত্‌লা-, 'আলাইহিম ; ইন্না ফী যা-লিকা লারাহ্‌মাতাওঁ ওয়া যিক্‌রা- লিক্বাওমিইঁ ইউ'মিনূন।

আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়? তার মধ্যে রয়েছে মুমিন লোকদের জন্য, করুণা ও উপদেশ।

﴿٥٢﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَ

৫২। কুল্‌ কাফা- বিল্লা-হি বাইনী ওয়া বাইনাকুম শাহীদান ; ইয়া'লামু মা- ফিস্‌ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ; ওয়াল

(৫২) বলুন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর স্বাক্ষ্য থাকাই যথেষ্ট; তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই জানেন; এবং

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٣﴾ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ

লাযীনা আ-মানূ বিল্‌ বা-ত্বিলি ওয়া কাফারূ বিল্লা-হি, উলা—ইকা হুমুল খা-সিরূন। ৫৩। ওয়া ইয়াস্তা'জ্বিলূনাকা

যারা মিথ্যায় বিশ্বাস রাখে আর আল্লাহর সাথে কুফরী করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৫৩) তারা আপনার কাছে দ্রুত কামনা করে

بِالْعَذَابِ ؕ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ

বিল্‌ 'আযা-বি ; ওয়া লাওলা~আজ্বালুম্‌ মুসাম্মাল্‌ লাজ্বা—আহুমুল 'আযা-বু ; ওয়ালা ইয়া'তিইয়ান্নাহুম বাগ্‌তাতাওঁ ওয়া হুম

শাস্তি। যদি আমার পক্ষ থেকে (শাস্তির) সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে তাদের উপর শাস্তি এসে যেত। অবশ্যই তাদের উপর (শাস্তি) আকস্মাৎ আসবে, অথচ

لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٤﴾ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۝

লা- ইয়াশ'উরূন। ৫৪। ইয়াস্তা'জ্বিলূনাকা বিল 'আযা-বি ; ওয়া ইন্না জ্বাহান্নামা লামুহীত্বাতুম্‌ বিল কা-ফিরীন।

তারা (তা) বুঝতেও পারবে না। (৫৪) তারা আপনাকে শাস্তি দ্রুত নিয়ে আসতে বলে, নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদেরকে ঘেরাও করে রাখবে।

﴿٥٥﴾ يَوْمَ يَغْشٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا

৫৫। ইয়াওমা ইয়াগ্‌শা-হুমুল 'আযা-বু মিন্‌ ফাওক্বিহিম ওয়া মিন্‌ তাহ্‌তি আর্‌জুলিহিম ওয়া ইয়াক্বূলু যূক্‌

(৫৫) সেদিন শাস্তি তাদেরকে তাদের (মাথার) উপর ও পায়ের নীচ হতে ঢেকে রাখবে, এবং আল্লাহ বলবেন, এখন তোমাদের কৃত

○ টীকা (আঃ ৫১) ঃ বারংবার শুনাবার স্বার্থকতা এই যে, একবার শ্রবনে তার অলৌকিকতার উপলব্ধি না হলে তৎপরে অবশ্যই হবে। পক্ষান্তরে কোরআন ব্যতীত অন্য কোন মু'জেযায় এই সুবিধা হত না; কেননা, সে গুলোর অস্বাভাবিকতা শুন কোরআনের ন্যায় স্থায়ী হত না। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৫১) ঃ রহমত এই যে, এতে আল্লাহ্‌র আহকাম শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা নিছক হিতকর। আর উপদেশ এই যে, এতে নেক নেক কাজের প্রতি উৎসাহ এবং পাপকার্য হতে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৫৩) ঃ অর্থাৎ, মৃত্যু এবং কিয়ামতের মধ্যবর্তী কালে নমুনাস্বরূপ আযাব প্রত্যক্ষ করলেও কিয়ামতের শাস্তি অধিকতর কঠোর হবে। তদ্রূপ কঠোর শাস্তি কখনও দেখে নি। সুতরাং কিয়ামতের শাস্তি সম্বন্দে তখন দিব্য জ্ঞান জন্মিলেও প্রত্যক্ষ করা আকস্মাৎই হবে। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৫) ঃ ويقول - আল্লাহ তায়ালা অথবা ফিরিশতাগণ বলবেন।

مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ

মা- কুন্‌তুম তা'মালূন। ৫৬। ইয়া- 'ইবা-দিয়াল্ লাযীনা আ-মানূ~ইন্না আরদ্বী ওয়া-সি'আতুন ফাইয়্যা-ইয়া

কর্মের প্রতিফল ভোগ কর। (৫৬) হে আমার মুমিন বান্দাগণ! আমার পৃথিবী খুবই প্রশস্ত, সুতরাং তোমরা শুধু আমারই

فَاعْبُدُونِ ﴿٥٧﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ

ফা'বুদূন। ৫৭। কুল্লু নাফ্‌সিন যা—ইক্বাতুল মাওতি, ছুম্মা ইলাইনা-তুরজা'উন। ৫৮। ওয়াল্লাযীনা

ইবাদাত কর। (৫৭) প্রতিটি জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, অতঃপর আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৫৮) যারা ঈমান আনে

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি লানুবাওয়্যি আন্নাহুম মিনাল্ জ্বান্নাতি গুরাফান্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্‌তিহাল আনহা-রু

ও সৎকাজ করে, তাদেরকে আমি অবশ্যই স্থান দিব জান্নাতের সে সুউচ্চ স্থানে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরস্থায়ী

خَالِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٩﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٦٠﴾

খা-লিদীনা ফীহা- ; নি'মা আজ্‌রুল্ 'আ-মিলীন। ৫৯। আল্লাযীনা স্বাবারূ ওয়া 'আলা-রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালূন।

ভাবে বসবাস করবে; কতইনা উত্তম প্রতিদান পুণ্যবানদের। (৫৯) যারা ধৈর্য্যধারণ করে এবং তাদের প্রতিপালকের প্রতি ভরসা রাখে।

وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ

৬০। ওয়া কাআইয়্যিম মিন্ দা—ব্বাতিল লা- তাহ্‌মিলু রিয্‌ক্বাহা-, আল্লা-হু ইয়ারযুক্বুহা- ওয়া ইয়্যা-কুম, ওয়া হুওয়াস্ সামী'উল

(৬০) অনেক জীব জন্তু তো এমনও আছে যারা তাদের রিযিক সংগ্রহ করার শক্তি রাখে না। আল্লাহই তাদের ও তোমাদের রিযিক দিয়ে থাকেন, তিনি সর্বশ্রোতা,

الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

'আলীম। ৬১। ওয়া লাইন্ সাআল্‌তাহুম্ মান্ খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা ওয়া সাখ্‌খারাশ্ শাম্‌সা

সর্বজ্ঞাত। (৬১) যদি আপনি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, কে সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী? এবং কে সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে লাগিয়েছেন?

وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ

ওয়াল্ ক্বামারা লাইয়াক্বুলুন্নাল্লা-হু, ফাআন্না- ইউ'ফাকূন। ৬২। আল্লা-হু ইয়াব্‌সুত্বুর্ রিয্‌ক্বা লিমাই ইয়াশা—উ মিন্

তবে তারা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহই। এরপরেও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে। (৬২) আল্লাহ রিযিক প্রশস্ত করে দেন যাকে ইচ্ছা করেন এবং যাকে ইচ্ছা

عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ

'ইবা-দিহী ওয়া ইয়াক্বদিরু লাহূ ; ইন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাইয়্যিন 'আলীম। ৬৩। ওয়া লাইন্ সাআল্‌তাহুম্ মান্ নায্‌যালা

তার জন্য (রিযিক) সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ই অবগত আছেন। (৬৩) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৬) ঃ ارضى واسعة – অর্থাৎ মক্কার কাফিরেরা যদি তোমাদের ইবাদতে বাধা দেয়, তবে আল্লাহর যমীন সংকীর্ণ নয়। তোমরা অন্যত্র গিয়ে আল্লাহর ইবাদাত কর। মুসলমানগণ প্রথমে মক্কা থেকে হাবশায় পরে মদীনায় হিজরত করেন। ✪ টীকা (আঃ ৬০) ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি তখন নবদীক্ষিত মুসলমানগণ সর্বত্র কাফিরগণের প্রভাবাধীন থাকত। তারা মুসলমানদেরকে একক আল্লাহর উপাসনা করতে নিষেধ করত। এসব কারণে আল্লাহর ইঙ্গিত মোতাবেক হযরত রাসূল (স) কতিপয় মুসলমানসহ মদীনায় গমন করলেন। অবশিষ্ট মুসলমান অন্ন সংস্থানের আশঙ্কায় পূর্বের ন্যায় কাফিরগণের আধিপত্য স্বীকার করে মক্কায় অবস্থান করতে লাগল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহর নির্দেশ হলো– 'তোমরা জীবিকার্জনের লালসায় কাফিরগণের বশ্যতা স্বীকার করিতেছ কেন? আমিত তোমাদের আহারের সংস্থানকারী, অতএব তোমরা তাদের প্রভাবাধীন হতে বহির্গতহয়ে পড়'। আল্লাহর রাজ্যসীমার অন্ত নেই আর ফকীরের পদক্ষেপের বিরাম নেই। (কুঃ কারীম)

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ

মিনাস্ সামা—ই মা—আন্ ফাআহ্ইয়া- বিহিল্ আর্‌দ্বা মিম্ বা'দি মাওতিহা- লাইয়াকূলুন্নাল্লা-হু ; কুলিল্

যমীন মৃত্যু (শুষ্ক) হয়ে যাবার পরে, আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে পুনরায় তা জীবিত (সতেজ) কে করেন? তবে তারা এটাই বলবে যে, আল্লাহ। আপনি বলুন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٤﴾ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ

হ্বাম্‌দু লিল্লা-হি ; বাল্ আক্‌ছারুহুম লা- ইয়া'ক্বিলূন। ৬৪। ওয়া মা- হা-যিহিল্ হ্বাইয়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া~ইল্লা- লাহ্‌উওঁ

সব প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অনেকেই তা বুঝে না। (৬৪) এ পার্থিব জীবনতো শুধু মাত্র খেল তামাশার (জীবন);

وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٥﴾ فَإِذَا

ওয়া লা'ইবুন ; ওয়া ইন্নাদ্ দা-রাল আ-খিরাতা লাহিয়াল্ হ্বাইয়াওয়া-নু। লাও কা-নূ ইয়া'লামূন। ৬৫। ফাইযা-

পরকালের জীবনইতো আসল জীবন। কতইনা ভাল হত যদি তারা এটা জানত। (৬৫) যখন তারা নৌকায় আরোহণ

رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى

রাকিবূ ফিল্ ফুল্‌কি দা'আউল লা-হা মুখ্‌লিস্বীনা লাহুদ্ দীনা, ফালাম্মা- নাজ্জা-হুম ইলাল্

করে, তখন আল্লাহকে এমন অবস্থায় ডাকে যে, তারা (যেন) আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাসী। যখন তিনি তাদেরকে কূলে এনে রক্ষা করেন, তখন তারা

الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٦﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ

বার্‌রি ইযা-হুম ইউশ্‌রিকূন। ৬৬। লিইয়াক্‌ফুরূ বিমা~আ-তাইনা-হুম, ওয়া লিইয়াতামাত্তা'উ, ফাসাওফা

শিরক করতে থাকে। (৬৬) ফলে তারা তাদের উপর আমার প্রদত্ত অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় এবং পৃথিবীর অস্থায়ী আনন্দ ভোগ করতে থাকে; সুতরাং তারা অতিশীঘ্রই

يَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ

ইয়া'লামূন। ৬৭। আওয়া লাম্ ইয়ারাও আন্না- জ্বা'আলনা- হ্বারামান্ আ-মিনাওঁ ওয়া ইউতাখাত্ত্বাফুন্ না-সু মিন্ হাওলিহিম ;

(পরিণাম) জানতে পারবে। (৬৭) তারা কি দেখে না যে, আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ তার চার পাশের লোকদেরকে আক্রমণ করা হয়, এরপরেও কি তারা

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ

আফাবিল্ বা-ত্বিলি ইউ'মিনূনা ওয়া বিনি'মাতিল্লা-হি ইয়াকফুরূন। ৬৮। ওয়া মান্ আজ্‌লামু মিম মানিফ্ তারা- 'আলাল্লা-হি

মিথ্যাকে বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞ হবে? (৬৮) তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি

كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ

কাযিবান আও কায্‌যাবা বিল্‌হ্বাক্কি লাম্মা-জ্বা—আহূ ; আলাইসা ফী জ্বাহান্নামা মাছ্‌ওয়াল্ লিল্ কা-ফিরীন।

মিথ্যারোপ করে বা যখন তার কাছে সত্য বিষয় আসে তখন সে তা মিথ্যা বলে? (এরপরেও কি) কাফিরদের ঠিকানা কি জাহান্নামে হবে না?

﴿٦٩﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

৬৯। ওয়াল্লাযীনা জ্বা-হাদূ ফীনা- লানাহ্‌দিয়ান্নাহুম সুবুলানা- ; ওয়া ইন্নাল্লা-হা লামা'আল মুহ্‌সিনীন।

(৬৯) যারা আমার পথে পরিশ্রম (সাধনা) করে, আমি তাকে অবশ্যই আমার পথ প্রদর্শন করব। আল্লাহ পুণ্যবানদের সাথেই আছেন।

সূরা রূম
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৬০
রুকূ ঃ ৬

الٓمّٓ ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿٢﴾ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ﴿٣﴾

১। আলিফ লা—ম্ মী—ম্। ২। গুলিবাতির রূম। ৩। ফী~আদ্‌নাল্ আরদ্বি ওয়াহুম্ মিম্ বা'দি গালাবিহিম সাইয়াগ্‌লিবূন।
(১) আলিফ লা-ম মীম (২) রোমানগণ পরাজিত হয়েছে, (৩) নিকটবর্তী ভূমিতে, এবং তারা এ পরাজিত হবার পরে অতিশীঘ্রই বিজয়ী হবে।

فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۭ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۭ وَيَوْمَىِٕذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٤﴾

৪। ফী বিদ্'ই সিনীনা ; লিল্লা-হিল আম্‌রু মিন্ ক্বাব্‌লু ওয়া মিম্ বা'দু ; ওয়া ইয়াওমাইযিইঁ ইয়াফ্‌রাহুল মু'মিনূন।
(৪) অল্প কয়েক বছরের মধ্যে। পূর্বের ও পরের বিষয়টি আল্লাহরই ইচ্ছায়। আর সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে,

بِنَصْرِ اللّٰهِ ۭ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾ وَعْدَ اللّٰهِ ۭ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ

৫। বিনাস্বরিল লা-হি ; ইয়ান্‌স্বরু মাইঁ ইয়াশা—উ; ওয়া হুওয়াল 'আযীযুর রাহীম। ৬। ওয়া'দাল্লা-হি ; লা- ইউখ্‌লিফুল্লা-হু
(৫) আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে চান, তাকে সাহায্য করেন এবং তিনি (আল্লাহ) পরক্রমশালী, অসীম দয়ালু। (৬) এটা আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ ভঙ্গ করেন না

وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ

ওয়া'দাহূ ওয়া লা-কিন্না আক্‌ছারান্ না-সি লা- ইয়া'লামূন। ৭। ইয়া'লামূনা জা-হিরাম্ মিনাল্ হ্বাইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-, ওয়া
কখনও তার প্রতিশ্রুতি; কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। (৭) তারা তো (শুধু) পার্থিব জীবনের প্রকাশ্য (বিষয়) কে জানে এবং

عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٧﴾ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ۭ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۭ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ

হুম 'আনিল্ আ-খিরাতি হুম্ গা-ফিলূন। ৮। আওয়া লাম্ ইয়াতাফাক্কারূ ফী~আন্‌ফুসিহিম, মা- খালাক্বাল্লা-হুস্ সামা-ওয়া-তি
পরকাল সম্পর্কে একেবারেই বেখবর। (৮) তারা কি আন্তরিকভাবে এ বিষয়টি চিন্তা করে দেখে না যে, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আকাশ

وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاۗئِ

ওয়াল আরদ্বা ওয়ামা- বাইনাহুমা~ইল্লা- বিলহাক্বক্বি ওয়া আজালিম্ মুসাম্মান ; ওয়া ইন্না কাছীরাম্ মিনান্ না-সি বিলিক্বা—ই
ও পৃথিবী এবং তার মধ্যস্থ সব কিছু সঠিকভাবে এবং নির্দিষ্ট এক সময়ের জন্য; আর অধিকাংশ লোক (পরকালে)

○ শানে নুযূল (আঃ ২-৩) ঃ غلبت الروم .... سيغلبون - রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াতের কয়েক বছর পরে পারসিক ও রোমান জাতির মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রোমানগণ পরাজিত হয়। এতে মক্কার মুশরিকরা খুবই আনন্দিত হয়। আর মুসলমানগণ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। কেননা মক্কার মুশরিকদের সাথে পারসিকদের বন্ধুত্ব ছিল। যেহেতু উভয়ই ছিল ধর্ম বিরোধী। আর রোমানগণ যেহেতু মুসলমানের মত কিতাবধারী ছিল, তাই মুসলমানের সাথে তাদের আন্তরিকতা ছিল। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য রোমানগণের অতিশীঘ্র বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (কুঃ কারীম)

رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ٩ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ

রাব্বিহিম লাকা-ফিরূন। ৯। আওয়ালাম ইয়াসীরূ ফিল্ আরদ্বি ফাইয়ান্জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ লাযীনা
ব্যাপারে অস্বীকারকারী। (৯) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহলে দেখতে পেত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিলো?

مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْۤا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَاۤ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا

মিন্ ক্বাবলিহিম ; কা-নূ~আশাদ্দা মিন্হুম কুওয়্যাতাওঁ ওয়া আছা-রুল আরদ্বা ওয়া 'আমারূহা~আক্ছারা মিম্মা- 'আমারূহা-
যারা ছিল তাদের চেয়ে খুবই শক্তিশালী, তারা যমীন চাষ করত এবং তা আবাদ করত তাদের চেয়ে অধিক, তাদের কাছে

وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ

ওয়া জা—আত্হুম রুসুলুহুম বিল বাইয়্যিনা-তি ; ফামা- কা-নাল্লা-হু লিইয়াজ্লিমাহুম ওয়া লা-কিন্ কা-নূ~আনফুসাহুম
তাদের রাসূল স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন; তাদের প্রতি জুলুম করা আল্লাহর অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু তারা নিজেরাই তাদের উপর জুলুম

يَظْلِمُوْنَ ١٠ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْۤاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

ইয়াজ্লিমূন। ১০। ছুম্মা কা-না 'আ-ক্বিবাতাল্ লাযীনা আসা—উস্ সূ—আ~আন্ কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি
করেছিল। (১০) অতঃপর যারা মন্দ কাজ করেছে তাদের পরিণাম মন্দ হয়েছে; কারণ তারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলেছিল এবং এ আয়াত সম্পর্কে

১ ع ১০ ৪ রুকূ

وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ١١ اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ١٢ وَيَوْمَ

ওয়া কা-নূ বিহা- ইয়াস্তাহ্যিউন। ১১। আল্লা-হু ইয়াব্দাউল্ খাল্ক্বা ছুম্মা ইউ'ঈদুহূ ছুম্মা ইলাইহি তুরজা'উন। ১২। ওয়া ইয়াওমা
উপহাস করত। (১১) আল্লাহই সৃষ্টিকে প্রথমে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই (মৃত্যুর পরে) দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।'(১২) যেদিন

تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ١٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا

তাক্বুমুস্ সা-'আতু ইউব্লিসুল্ মুজ্রিমূন। ১৩। ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহুম মিন্ শুরাকা—ইহিম শুফা'আ—উ ওয়া কা-নূ
কেয়ামত কায়েম হবে, সেদিন পাপীরা হতাশ হয়ে পড়বে। (১৩) আর তাদের অংশীদার (প্রতিমা) গুলোর মধ্যে কেউই তাদের জন্য সুপারিশ করবে না এবং তারাই

بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ١٤ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ١٥ فَاَمَّا الَّذِيْنَ

বিশুরাকা—ইহিম কা-ফিরীন। ১৪। ওয়া ইয়াওমা তাকুমুস্ সা-'আতু ইয়াওমাইযিঁই ইয়াতাফার্‌রাকূন। ১৫। ফাআম্মাল্ লাযীনা
তাদের অংশীদার গুলোকে অস্বীকার করবে। (১৪) যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে সেদিন (মানুষ) আলাদা আলাদা (দল হয়ে যাবে)। (১৫) যারা ঈমান

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ١٦ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا

আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি ফাহুম ফী রাওদ্বাতিইঁ ইউহ্বারূন। ১৬। ওয়া আম্মাল্ লাযীনা কাফারূ ওয়া কায্যাবূ
এনেছে ও নেক আমল করেছে, তারা বাগানে (জান্নাতে) উৎফুল্ল (অবস্থায়) থাকবে। (১৬) আর যারা ঈমান আনেনি এবং

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০) ঃ والسوأى - পরিণাম খারাপ দ্বারা কঠিন শাস্তিকে বুঝান হয়েছে। কেহ বলেন, السوأى এটি জাহান্নামের নাম। যেমন حسنى বেহেশতের নাম। অর্থাৎ জাহান্নাম মুশরিকদের পরিণাম। (তাঃ কাদেরী)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৪) ঃ يتفرقون - অর্থাৎ মুমিন ও কাফির আলাদা আলাদা হয়ে যাওয়া। মুমিনগণ জান্নাতে এবং কাফির ও মুশরিক জাহান্নামে চলে যাবে এবং তাদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বিচ্ছেদ (ভিন্নতা) হয়ে যাবে। এ দু' দল আর কখনও একত্রিত হবে না। এ ভিন্নতা হিসাব-নিকাশের পর হবে। (কুঃ কারীম)

بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٧﴾ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ

বিআ-ইয়া-তিনা- ওয়া লিক্বা—ইল্ আ-খিরাতি ফাউলা—ইকা ফিল্ 'আযা-বি মুহ্দ্বারূন। ১৭। ফাসুবহা-নাল্লা-হি
আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে তাদেরকেই শাস্তির সামনে উপস্থিত করা হবে; (১৭) সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা

حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٨﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا

হ্বীনা তুম্সূনা ওয়া হ্বীনা তুছ্বিহূন। ১৮। ওয়া লাহুল্ হ্বাম্দু ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়া 'আশিয়্যাওঁ
বর্ণনা কর সন্ধ্যা এবং সকালে। (১৮) (কেননা) তাঁর জন্যই সব প্রশংসা আকাশ ও পৃথিবীতে। আর (তাসবীহ্ পাঠ কর) বিকেলে

وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٩﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ

ওয়া হ্বীনা তুজ্হিরূন। ১৯। ইউখ্রিজুল্ হ্বাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি ওয়া ইউখ্রিজুল্ মাইয়্যিতা মিনাল্ হাইয়্যি ওয়া ইউহ্ইল
এবং জোহরের সময়। (১৯) তিনিই জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন, আর তিনিই যমীনকে তার মৃত (শুষ্ক) হবার পরে জীবিত (সজীব)

الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ع ২ ৫ রুকূ

আরদ্বা বা'দা মাওতিহা- ; ওয়া কাযা-লিকা তুখ্রাজুন। ২০। ওয়া মিন আ-ইয়া-তিহী~আন্ খালাক্বাকুম্ মিন্ তুরা-বিন্
করেন। এভাবেই তোমাদেরকেও (কবর থেকে) বের করা হবে। (২০) আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর

ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

ছুম্মা ইযা~আন্তুম বাশারুন্ তান্তাশিরূন। ২১। ওয়া মিন্ আ-ইয়া-তিহী~আন্ খালাক্বা লাকুম্ মিন্ আন্ফুসিকুম
এখন মানুষ হয়ে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়তেছ। (২১) তাঁর নিদর্শবালীর মধ্যে আরও রয়েছে যে, তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্য হতে, তোমাদেরই জন্য

اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

আয্ওয়া-জাল্ লিতাস্কুনূ~ইলাইহা- ওয়া জা'আলা বাইনাকুম্ মাওয়াদ্দাতাওঁ ওয়া রাহ্মাতান ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্
স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তাদের কাছে আরাম পাও এবং তিনি তোমাদের মাঝে ভালবাসা ও করুণা সৃষ্টি করেছেন; নিশ্চয়ই এর

لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ

লিক্বাওমিই ইয়াতাফাক্কারূন। ২২। ওয়া মিন্ আ-ইয়া-তিহী খালকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়াখ্তিলা-ফু
মধ্যে রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন। (২২) এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের

اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ

আল্সিনাতিকুম ওয়া আল্ওয়া-নিকুম ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিল 'আ-লিমীন। ২৩। ওয়া মিন্ আ-ইয়া-তিহী মানা-মুকুম্
ভাষা ও বর্ণের; বিচিত্রতা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন। (২৩) তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাতে ও

○ টীকা (আঃ ১৮) ঃ এই আয়াতে নামাজের নির্দিষ্ট সময়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সন্ধ্যাকালে মাগরেব ও এশার নামায এবং অপরাহ্নে যোহর ও আছরের নামায। আবার যেহেতু حين تظهرون শব্দে যোহরের কথা স্পষ্টরূপেই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং عشيا শব্দে শুধু আছরের নামাযই বুঝতে হবে। আর ফজরের নামাযের কথা তো স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৯) ঃ يخرج الحى...... - যেমন মুরগী হতে ডিমকে ও ডিম হতে মুরগীর বাচ্চাকে, বীর্য হতে মানুষকে ও মানুষ হতে বীর্যকে এবং কাফির হতে মুমিন ও মুমিন হতে কাফিরকে সৃষ্টি করেন। (কুঃ কারীম)
○ টীকা (আঃ ২০) ঃ হয়তো এরূপ আদিমুল আদম (আ) মাটি হতে সৃষ্টি হয়েছেন। অথবা এরূপ যে, খাদ্য হতে শুক্রের উৎপত্তি হয়, আর খাদ্য ধাতবদ্রব্যমূহ হতে, তন্মধ্যে মৃত্তিকার প্রভাবই অধিক। সুতরাং শুক্রসৃষ্টি মানুষের উৎপত্তি, মাটি হতেই বলা যায়। (বঃ কোঃ)

بالّيل والنهار وابتغاؤكم من فضله ۚ إن في ذلك لايت لقوم يسمعون ○

বিল্লাইলি ওয়ান্নাহা-রি ওয়াব্‌তিগা—উকুম মিন্ ফাদ্বলিহী ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বাওমিঁই ইয়াস্‌মা'উন।
দিবসে তোমাদের নিদ্রা; এবং তাঁর অনুগ্রহ (রুযী) তোমাদের তালাস-করা। নিশ্চয়ই শ্রবণকারীদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে এক নিদর্শন।

٢٣ ومن ايته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحي به

২৪। ওয়া মিন্ আ-ইয়া-তিহী ইউরীকুমুল্ বারক্বা খাওফাও ওয়া ত্বামা'আও ওয়া ইউনায্‌যিলু মিনাস্ সামা—ই মা—আন্ ফাইউহ্‌য়ী বিহিল্
(২৪) এবং তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের ভয় ও আশা দানের জন্য বিজলী প্রদর্শন করেন আর আকাশ থেকে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন এবং সে পানি

الارض بعد موتها ۚ إن في ذلك لايت لقوم يعقلون ٢٤ ومن ايته ان تقوم

আর্‌দ্বা বা'দা মাওতিহা- ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বাওমিঁই ইয়া'ক্বিলূন। ২৫। ওয়া মিন্ আ-ইয়া-তিহী~আন্ তাক্বূমাস্
দ্বারা জীবিত করেন মৃত (শুষ্ক) যমীনকে। এর মধ্যে অবশ্যই জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে এক নিদর্শন। (২৫) এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই নির্দেশে কায়েম

السماء والارض بامره ۚ ثم اذا دعاكم دعوة ۖ من الارض ۖ اذا انتم

সামা—উ ওয়াল্ আর্‌দ্বু বিআম্‌রিহী ; ছুম্মা ইযা- দা'আ-কুম দা'ওয়াতাম্ মিনাল্ আর্‌দ্বি, ইযা~আন্তুম
রয়েছে আকাশ ও পৃথিবী। অতঃপর যখন তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে যমীন থেকে ওঠার জন্য একবার ডাক দিবেন, সাথে সাথেই তোমরা

تخرجون ٢٥ وله من في السموت والارض ۖ كل له قنتون ٢٦ وهو الذي

তাখ্‌রুজূন। ২৬। ওয়া লাহূ মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌দ্বি ; কুল্লুল্ লাহূ ক্বা-নিতূন। ২৭। ওয়া হুওয়াল্লাযী
বেরিয়ে আসবে। (২৬) আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই তাঁর কর্তৃত্বে। সব (সৃষ্টি) তাঁরই অধীন। (২৭) তিনিই (আল্লাহ) প্রথমবারে

يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه ۚ وله المثل الاعلى في السموت

ইয়াব্‌দাউল খাল্‌ক্বা ছুম্মা ইউ'ঈদুহূ ওয়া হুওয়া আহ্‌ওয়ানু 'আলাইহি ; ওয়া লাহুল মাছালুল 'আলা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি
সৃষ্টি করেন সৃষ্টিকে; অতঃপর (মৃত্যুর পরে) দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন; এটাতো তাঁর জন্য খুবই সহজ কাজ; আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁরই মর্যাদা সর্বোচ্চে

والارض ۚ وهو العزيز الحكيم ٢٧ ضرب لكم مثلا من انفسكم ۖ هل لكم

ওয়াল্ আরদ্বি, ওয়া হুওয়াল 'আযীযুল হ্বাকীম। ২৮। দ্বারাবা লাকুম্ মাছালাম্ মিন্ আন্‌ফুসিকুম ; হাল্ লাকুম
এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। (২৮) (হে মানুষ!) আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তোমাদেরই জন্য একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন, তোমাদের

من ما ملكت ايمانكم من شركاء في ما رزقنكم فانتم فيه سواء تخافونهم

মিম্ মা- মালাকাত্ আইমা-নুকুম মিন শুরাকা—আ ফী মা-রাযাক্বনা-কুম ফাআন্তুম ফীহি সাওয়া—উন্ তাখা-ফূনাহুম
মালিকানাধীন দাস-দাসীরা সে জিনিসে তোমাদের কি অংশীদার যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, যাতে তোমরা এবং তারা উভয়ই সমান হয়েছ? এবং তোমরা কি তাদের

রুকূ ৬ ع ৩ এক চতুর্থাংশ

✪ টীকা (আঃ ২৫) ঃ এ বাক্যটির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, যাবতীয় বস্তুর সংস্করণ আল্লাহ্‌ই করে থাকেন। আর উপরে ২২ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি এবং জাগতিক কার্যাবলীর এ ক্রমবিবর্তন ও ধারাবাহিকতা অর্থাৎ, তোমাদের সন্তান উৎপাদনের ধারাবাহিক প্রচলন, পরস্পর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়া, আসমান ও যমীন বর্তমান অবস্থায় কায়েম থাকা, ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা এবং দিবারাত্রির ক্রমবিবর্তনের মধ্যে বিশেষ উদ্দেশ্য ও সুবিধা নিহিত থাকা, বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া এবং উহার প্রাথমিক অবস্থা ও লক্ষণসমূহের প্রকাশ– এসব কার্য শুধু পার্থিব জীবনের ধারা চলিত থাকা পর্যন্তই বিদ্যমান থাকবে। পরিশেষে একদিন সব কিছুরই অবসান ঘটবে। (বঃ কোঃ)

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২৮) ঃ ...... ضرب لكم - এ উদাহরণের অর্থ দাস-দাসীগণকে মালিকের সম্পত্তি ও ব্যবসার অংশীদার করা হয়নি এবং মালিকের বরাবরও করা হয়নি। আর এটা (আজাদ) মালিকদের পছন্দ ও নয়। তখন প্রকৃত মালিক আল্লাহ তায়ালার সাথে তাঁর সৃষ্টি (গোলাম) কে কিভাবে শরীক করা যেতে পারে?

كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ

কাখীফাতিকুম আন্‌ফুসাকুম ; কাযা-লিকা নুফাস্বস্বিলুল্ আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিই ইয়া'কিলূন। ২৯। বালিত্ তাবা'আল লাযীনা

ব্যাপারে ভয় কর যেমনি ভয় কর তোমাদের নিজেদেরকে? এভাবেই আমি জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি। (২৯) বরং জালিমরা মূর্খতার

ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾

জালামূ~আহ্ওয়া—আহুম্ বিগাইরি 'ইল্‌মিন, ফামাইঁ ইয়াহ্‌দী মান্ আদ্বাল্লাল্লা-হু ; ওয়া মা- লাহুম মিন্ না-স্বিরীন।

কারণে তাদের নিজ ইচ্ছার অনুসরণ করে থাকে; সুতরাং তাকে কে পথ প্রদর্শন করবে, যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? এবং তাদের কোনই সাহায্যকারী হবে না।

﴿٣٠﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ

৩০। ফাআক্বিম্ ওয়াজ্বহাকা লিদ্দীনি হ্বানীফান ; ফিত্বরাতাল্লা-হিল লাতী ফাত্বারান্ না-সা 'আলাইহা- ; লা- তাব্‌দীলা

(৩০) অতএব আপনি নিজকে দ্বীনের উপর একাগ্রতার সাথে কায়েম রাখুন। আল্লাহর সে স্বাভাবিক দ্বীনের উপর কয়েম থাকুন যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন;

لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ

লিখালক্বিল্লা-হি ; যা-লিকাদ্ দীনুল ক্বাইয়্যিমু ওয়া লা-কিন্না আকছারান্ না-সি লা-ইয়া'লামূন। ৩১। মুনীবীনা ইলাইহি

আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনই পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা। (৩১)। আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে

وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣٢﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ

ওয়াত্তাকূহু ওয়া আক্বীমুস্ব স্বালা-তা ওয়ালা- তাকূনূ মিনাল্ মুশ্‌রিকীন। ৩২। মিনাল্ লাযীনা ফার্‌রাকূ দীনাহুম

তাঁকেই ভয় কর এবং নামাজ কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, (৩২) যারা তাদের দ্বীনকে পৃথক (ভিন্নভিন্ন) করে দিয়েছে এবং নিজেরাও

وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا

ওয়া কা-নূ শিয়া'আন ; কুল্লু হিয্‌বিম্ বিমা- লাদাইহিম ফারিহূন। ৩৩। ওয়া ইযা- মাস্‌সান্ না-সা দ্বুররুন্ দা'আও

আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রতিটি দলই নিজ নিজ অবস্থানের উপর আনন্দিত। (৩৩) যখন দুঃখ কষ্ট মানুষকে স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের

رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ

রাব্বাহুম্ মুনীবীনা ইলাইহি ছুম্মা ইযা~আযা-ক্বাহুম মিনহু রাহ্‌মাতান ইযা- ফারীকুম্ মিন্‌হুম্ বিরাব্বিহিম

প্রতিপালককে ডাকে তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়ে। যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ উপভোগ করান, তখন তাদের মধ্য হতে একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক

يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنزَلْنَا

ইউশ্‌রিকূন। ৩৪। লিয়াক্‌ফুরূ বিমা~আ-তাইনা-হুম ; ফাতামাত্তা'উ, ফাসাওফা তা'লামূন। ৩৫। আম্ আন্‌যাল্‌না-

করে থাকে। (৩৪) ফলে আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা অস্বীকার করে; সুতরাং তোমরা উপভোগ করে লও; অতিশীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৩৫) আমি কি

O বিশ্লেষণ (আঃ ৩০) ঃ فطرت الله - فطرت -এর অর্থ সৃষ্টি এখানে অর্থ হবে ইসলাম ধর্ম (তাওহীদ)। অর্থাৎ সব কিছুইর সৃষ্টিই ইসলাম ও তাওহীদের উপর হয়ে থাকে। এজন্য তাওহীদ (ইসলাম) হচ্ছে তার স্বভাব বা সৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "প্রতিটি শিশু ফিতরতের উপরই জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু তার পিতা মাতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা এবং পৌত্তলিক ইত্যাদি বানিয়ে দেয়। কেহ বলেন, فطرت -এর অর্থ ইসলাম গ্রহণ করার যোগ্যতা। অর্থাৎ সবাকেই আল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করার যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেন। (কুঃ কাঃ) **O টীকা (আঃ ৩০) ঃ** 'আল্লাহর প্রকৃতি' অর্থে তফছীরকারগণ ইসলামকে নির্ধারণ করেছেন। এসম্বন্ধে হযরত নবী করীম (স)-এর প্রিয় সহচর হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সমধিক উল্লেখযোগ্য এবং সে হাদীস অনুযায়ী 'ফেৎরাতুল্লাহ' বা 'আল্লাহর প্রকৃতি'কে ইসলাম বলাই যুক্তিযুক্ত। কারণ জগতে একমাত্র ইসলামই মানবের প্রকৃতিগত সত্যধর্ম।

عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً

'আলাইহিম্ সুল্‌ত্বা-নান্ ফাহুওয়া ইয়াতাকাল্লামু বিমা- কা-নূ বিহী ইউশ্‌রিকূন। ৩৬। ওয়া ইযা~আযাক্বনান্ না-সা রাহ্‌মাতান্
তাদের উপর এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করেছি, যা তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করতে বলে? (৩৬) আমি যখন লোকদেরকে অনুগ্রহ ভোগ করাই, তখন তারা

فَرِحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ﴿٣٧﴾ اَوَلَمْ

ফারিহূ বিহা- ; ওয়া ইন্ তুসিব্‌হুম সাইয়িআতুম্ বিমা- ক্বাদ্দামাত আইদীহিম ইযা- হুম ইয়াক্বনাতূন। ৩৭। আওয়া লাম
তাতে আনন্দিত হয় এবং যদি তাদের কৃতকার্যের কোন অমংগল (বিপদ) তাদের উপর পৌছে, তখন তারা হতাশ হয়ে যায়। (৩৭) তারা কি

يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ

ইয়ারাও আন্নাল্লা-হা ইয়াব্‌সুতুর রিয্‌ক্বা লিমাই ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াক্বদিরু ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বাওমিই
দেখেনা যে, আল্লাহ রিযিক প্রশস্ত করে দেন যাকে ইচ্ছা করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন তার জন্য রিযিক সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই মুমিনগণের জন্য এর মধ্যে

يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣٨﴾ فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ

ইউ'মিনূন। ৩৮। ফাআ-তি যাল্ কুরবা- হাক্ব্‌ক্বাহূ ওয়াল্ মিস্‌কীনা ওয়াব্‌নাস্ সাবীলি ; যা-লিকা খাইরুল্
রয়েছে (এক) নিদর্শন; (৩৮) সুতরাং আত্মীয়দেরকে তার প্রাপ্য প্রদান কর এবং মিসকীনকে ও মুসাফিরকেও। এ কাজ তার জন্য

لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۫ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٣٩﴾ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ

লিল্লাযীনা ইউরীদূনা ওয়াজ্‌হাল্লা-হি, ওয়া উলা—ইকা হুমুল্ মুফ্‌লিহূন। ৩৯। ওয়া মা~আ-তাইতুম্ মির্
উত্তম যে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করে। আর এসব লোকেরাই কৃতকার্য। (৩৯) তোমরা সুদে এ ধারণায় দেও যে, তোমাদের সম্পদ

رِّبًا لِّيَرْبُوَا۠ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ

রিবাল্ লিয়ারবুওয়া- ফী~আম্‌ওয়া-লিন্ না-সি ফালা-ইয়ারবূ 'ইন্দাল্লা-হি, ওয়া মা~আ-তাইতুম্ মিন্ যাকা-তিন্ তুরীদূনা
লোকদের সম্পদে বেড়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর কাছে তা বাড়ে না, কিন্তু যা কিছু যাকাত বাবদ তোমরা দিয়ে থাক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে,

وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٤٠﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ

ওয়াজ্‌হাল্লা-হি ফাউলা—ইকা হুমুল মুদ্ব'ইফূন। ৪০। আল্লা-হুল্লাযী খালাক্বাকুম ছুম্মা রাযাক্বাকুম ছুম্মা ইউমীতুকুম
তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। (৪০) আল্লাহ এমন মহান যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমাদেরকে রিযিক দান করেছেন, এরপরে তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন,

ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ

ছুম্মা ইউহ্‌ঈকুম ; হাল্ মিন্ শুরাকা—ইকুম্ মাই ইয়াফ'আলু মিন্ যা-লিকুম্ মিন্ শাইয়িন্; সুব্‌হা-নাহূ
অতঃপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন। বল, তোমাদের শরীকদের মধ্য হতে কেহ এমন আছে কি, যে এর মধ্য হতে কোন কিছু করতে পারে? তারা যাকে

○ টীকা (আঃ ৩৮) ঃ যেমন অন্নপ্রাশন বা বিবাহ অনুষ্ঠানাদিতে অধিকাংশ সময় এজন্য টাকা দেয়া হয় যে, এব্যক্তি আমার কোন অনুষ্ঠানে এই টাকার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করে দান করবে। মনে রেখ এরূপ দান আল্লাহর নিকট বর্ধিত হয় না। কেননা, আল্লাহর নিকট বর্ধিত হওয়া সেই মালের সাথেই নির্দিষ্ট যাহা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই দান করা হয়। হাদীসে আছে, আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার যোগ্য একটি খোরমা ওহোদ পর্বত অপেক্ষাও অধিক বর্ধিত হইয়া থাকে। (বঃ কোঃ)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৮) ঃ ذا القربى - (আত্মীয়) ঃ আত্মীয়কে এখানে অগ্রাধিকার এজন্য দেয়া হয়েছে যে, এর ফজীলত অধিক। হাদীস শরীফে আছে, গরীব আত্মীয়কে দান করায় দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। এক, সদকার সওয়াব। দুই, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সওয়াব। (কুঃ কারীম)

وتعلى عما يشركون ﴿٤١﴾ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدى

৪ ع ৩ ৭ রুকূ

ওয়া তা'আ-লা- 'আম্মা- ইউশ্রিকূন। ৪১। জাহারাল্ ফাসা-দু ফিল্ বাররি ওয়াল্ বাহ্রি বিমা- কাসাবাত্ আইদিন

শরীক করে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র এবং মহান। (৪১) সমুদ্রে ও স্থলে, মানুষের (খারাপ) কৃতকর্মের জন্য বিপদাপদ ছড়িয়ে পড়ে, ফলে তাদেরকে তাদের কিছু

الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون ﴿٤٢﴾ قل سيروا في الارض

না-সি লিইউযীক্বাহুম বা'দ্বাল লাযী 'আমিলূ লা'আল্লাহুম ইয়ারজি'ঊন। ৪২। কুল্ সীরূ ফিল্ আর্দ্বি

কিছু (খারাপ) কর্মের ফল আল্লাহ ভোগ করান, যাতে তারা (খারাপ কাজ থেকে) ফিরে আসে। (৪২) আপনি (মুশরিকদেরকে) বলুন, পৃথিবীতে ভ্রমণ

فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان اكثرهم مشركين ﴿٤٣﴾ فاقم

ফান্জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্লি ; কা-না আক্ছারুহুম্ মুশ্রিকীন। ৪৩। ফাআক্বিম্

করে দেখ যে, তাদের পরিণাম কি হয়েছে, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে; তাদের অনেকেই মুশরিক ছিল। (৪৩) সুতরাং (হে মানব!) তুমি তোমার

وجهك للدين القيم من قبل ان ياتى يوم لا مرد له من الله يومئذ

ওয়াজ্হাকা লিদ্দীনিল্ ক্বাইয়্যিমি মিন্ ক্বাব্লি আঁই ইয়া'তিয়া ইয়াওমুল্ লা- মারাদ্দা লাহূ মিনাল্লা-হি ইয়াওমায়িযিঁই

নিজকে সত্যের উপর কায়েম রাখ, সে দিবস আগমনের পূর্বে, যে দিবস উপস্থিত হবেই, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে কখনও স্থগিত হবার নয়। সেদিন সব আলাদা আলাদা

يصدعون ﴿٤٤﴾ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ﴿٤٥﴾ ليجزى

ইয়াস্স্বাদ্দা'উন। ৪৪। মান্ কাফারা ফা'আলাইহি কুফ্রুহূ, ওয়া মান্ 'আমিলা স্বা-লিহান্ ফালি আন্ফুসিহিম ইয়াম্হাদূন। ৪৫। লিয়াজ্যিয়াল

হয়ে যাবে। (৪৪) যে কুফরী করে, তার উপর বর্তিবে তার কুফরীর শাস্তি এবং যে নেক কাজ করে সে তার নিজের জন্য বিশ্রামাগার সুসজ্জিত করে। (৪৫) কারণ যারা

الذين امنوا وعملوا الصلحت من فضله انه لا يحب الكفرين ﴿٤٦﴾ ومن

লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্বস্বা-লিহা-তি মিন্ ফাদ্বলিহী ; ইন্নাহূ লা- ইউহিব্বুল্ কা-ফিরীন। ৪৬। ওয়া মিন্

ঈমান আনে ও নেক কাজ করে তাদের আল্লাহ প্রতিদান দেন তাঁর নিজ অনুগ্রহে; নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না। (৪৬) তাঁর নিদর্শনাবলীর

ايته ان يرسل الرياح مبشرت وليذيقكم من رحمته ولتجرى الفلك

আ-ইয়া-তিহী~আঁই ইউর্সিলার্ রিয়া-হ্বা মুবাশ্শিরা-তিঁও ওয়া লিইউযীক্বাকুম্ মির্ রাহ্মাতিহী ওয়া লিতাজ্রিয়াল্ ফুল্কু

মধ্যে রয়েছে, সুসংবাদ বাহক বায়ুসমূহ প্রেরণ এজন্য যে, তোমাদেরকে তাঁর রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাবেন এবং এজন্য যে, যাতে তাঁর নির্দেশে নৌকাগুলো চলে,

بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ﴿٤٧﴾ ولقد ارسلنا من قبلك رسلا

বিআম্রিহী ওয়া লিতাব্তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী ওয়া লা'আল্লাকুম তাশ্কুরূন। ৪৭। ওয়া লাক্বাদ্ আরসাল্না- মিন্ ক্বাব্লিকা রুসুলান্

যেন তোমরা তালাস কর তাঁর অনুগ্রহ এবং যাতে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (৪৭) আর আমি আপনার পূর্বেও রাসূলগণকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে

○ টীকা (আঃ ৪৪) ঃ অর্থাৎ, পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ শাস্তির সময়কে আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসের প্রতিশ্রুত সময়ের প্রতি অপসারণ করে যাচ্ছেন। কিন্তু ঐ প্রতিশ্রুত দিবস এসে পড়লে আর অবকাশ দেয়া হবে না। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৪৬) ঃ অর্থাৎ, বৃষ্টির যাবতীয় উপকারিতা তোমাদিগকে দান করেন।

○ টীকা (আঃ ৪৬) ঃ অর্থাৎ, নৌকা চলাচল এবং জীবিকান্বেষণ, উভয়ই বায়ু প্রবহণের দরুন হয়। কাজেই বায়ু প্রবহণ নৌকা চলাচলের জন্য নিকটবর্তী কারণ। আর জীবিকার্জনের জন্য দূরবর্তী কারণ; কেননা, বায়ুর সাহায্যে নৌকার সাহায্যে জীবিকান্বেষণ করা হয়। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৪৭) ঃ তদ্রূপ এই সমস্ত মুশরেক যাহারা এমন পূর্ণাঙ্গ প্রমাণসমূহ ও নেয়ামতসমূহ সত্ত্বেও আল্লাহর শরীক করে এবং আপনার বিরুদ্ধাচরণ করে, আমি তাদের হতেও প্রতিশোধ গ্রহণ করব। (বঃ কোঃ)

إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا

ইলা- ক্বাওমিহিম ফাজ্বা—উহুম বিল্ বাইয়্যিনা-তি ফান্তাক্বামনা- মিনাল্ লাযীনা আজ্বরামূ : ওয়া কা-না হাক্বক্বান

পাঠিয়েছিলাম, তাঁরা তাদের কাছে সু-স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, অতঃপর আমি পাপীদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। আর মুমিনগণকে

عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ

'আলাইনা- নাস্বরুল্ মু'মিনীন। ৪৮। আল্লা-হুল লাযী ইউর্সিলুর্ রিয়া-হা ফাতুছীরু সাহা-বান্ ফাইয়াব্সুতুহূ

সাহায্য করা আমার উপর কর্তব্য। (৪৮) আল্লাহ, যিনি বায়ুসমূহ চালিয়ে থাকেন। ফলে সে (বায়ু) মেঘমালাকে উঠিয়ে নেয়,

فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا

ফিস্ সামা—ই কাইফা ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াজ্'আলুহূ কিসাফান্ ফাতারাল্ ওয়াদ্ক্বা ইয়াখ্রুজু মিন্ খিলা-লিহী, ফাইযা~

অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তা আকাশে ছড়িয়ে দেন, এবং পরে তা টুকরা টুকরা করে দেন, অতঃপর তুমি দেখতে পাও যে, তার মধ্য হতে নির্গত হয় বৃষ্টি, এবং

أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ

আস্বা-বা বিহী মাইঁ ইয়াশা—উ মিন্ 'ইবা-দিহী~ইযা- হুম ইয়াস্তাব্শিরূন। ৪৯। ওয়া ইন্ কা-নূ মিন্ ক্বাব্লি

যাকে আল্লাহ চান সে বান্দার (যমীনের) উপর তা (বৃষ্টি) পৌছান। তখন তারা হয় অত্যন্ত খুশী। (৪৯) যদিও বৃষ্টি তাদের উপর

أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي

আই ইউনায্যালা 'আলাইহিম মিন ক্বাব্লিহী লামুবলিসীন। ৫০। ফান্জুর্ ইলা~আ-ছা-রি রাহ্মাতিল্লা-হি কাইফা ইউহ্য়িল

বর্ষণের পূর্বে তারা (বৃষ্টি থেকে) হতাশ ছিল। (৫০) অতএব আল্লাহর রহমতের নিদর্শন দেখ, যমীনের মৃত্যুর পরে (অর্থাৎ শুষ্ক হবার পরে) কিভাবে আল্লাহ তা

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِن

আর্দ্বা বা'দা মাওতিহা- ; ইন্না যা-লিকা লামুহ্য়িল মাওতা-, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়্যিন্ ক্বাদীর। ৫১। ওয়া লাইন্

জীবিত (সতেজ) করেন। নিশ্চয়ই তিনি এভাবে জীবিত করেন মৃতকে এবং তিনি সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। (৫১) এবং যদি আমি (ধ্বংসকারী)

أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ

আর্সাল্না- রীহান ফারাআওহু মুস্বফার্রাল্ লাজাল্লূ মিম্ বা'দিহী ইয়াক্ফুরূন। ৫২। ফাইন্নাকা লা- তুস্মি'উল্ মাওতা-

বায়ু প্রেরণ করি এবং (যার কারণে) ক্ষেতকে তারা যদি হলুদ (ফ্যাকাশে) বর্ণের দেখে, তখন তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (৫২)(হে নবী!) নিশ্চয়ই আপনি মৃতদেরকে

وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ ۖ

ওয়ালা- তুস্মি'উস্ব সুম্মাদ্ দু'আ—আ ইযা-ওয়াল্লাও মুদ্বিরীন। ৫৩। ওয়া মা~আন্তা বিহা-দিল্ 'উম্ই 'আন্ দ্বালা-লাতিহিম;

শোনাতে পারবেন না এবং শোনাতে পারবেন না বধিরকেও আপনার কথা যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যায়। (৫৩) এবং অন্ধকেও তাদের পথ ভ্রষ্টতা হতে সঠিক পথে

○ টীকা (আঃ ৪৮) ঃ একত্রিত মেঘ হতে তো বৃষ্টি প্রায়ই বর্ষিত হয় এবং কোন কোন মৌসুমে অনেক সময় খণ্ড খণ্ড মেঘ হতেও বৃষ্টি বর্ষিয়া থাকে।

○ টীকা (আঃ ৫০) ঃ অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ করে শুষ্ক ও অনুর্বর ভূমিকে সজীব ও সরস করে দেয়া আল্লাহর নেয়ামত এবং একত্বের প্রমাণ ব্যতীত এতে একথারও প্রমাণ রয়েছে যে, তিনি সমস্ত প্রাণীকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতেও সক্ষম। কেননা, সাধারণ জ্ঞানে বুঝা যায়, উভয় কার্যই সম্ভব হওয়ার দিক দিয়া সমান। কাজেই উভয়ের উপর আল্লাহর ক্ষমতাও সমান। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৫২) ঃ এবং পূর্ববর্তী সমস্ত নেয়ামতের কথা ভুলিয়া যায়। আর এদের অসতর্কতা ও অকৃতজ্ঞতা যখন এত বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন বুঝা যায়, এদের অনুভব শক্তি লোপ পেয়েছে। অতএব, এদের ঈমান আনা না আনায় আপনি দুঃখিত হবেন না। (বঃ কোঃ)

إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿৫৪﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ৫ ع ৮ রুকূ

ইন্ তুস্‌মি'উ ইল্লা-মাঁই ইউ'মিনু বিআ-ইয়া-তিনা- ফাহুম্ মুস্‌লিমূন। ৫৪। আল্লা-হুল্লাযী খালাক্বাকুম্ মিন্ দ্বু'ফিন
আনতে পারবেন না; আপনিতো শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারবেন, যারা আমার নিদর্শনকে বিশ্বাস করে। কারণ তারা নির্দেশের অনুগত। (৫৪) আল্লাহ এমন, যিনি

ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ

ছুম্মা জ্বা'আলা মিম্ বা'দি দ্বু'ফিন্ কুওয়াতান্ ছুম্মা জ্বা'আলা মিম্ বা'দি কুওয়্যাতিন্ দ্বু'ফাওঁ ওয়া শাইবাতান ; ইয়াখ্‌লুক্বু মা- ইয়াশা' —উ,
তোমাদেরকে দূর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর দূর্বলতার পর শক্তি প্রদান করেছেন, শক্তি প্রদানের পর পুনরায় দূর্বলতাও বার্ধক্য দেন। তিনি যা চান তা সৃষ্টি করেন,

وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿৫৫﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ

ওয়া হুওয়াল্ 'আলীমুল ক্বাদীর। ৫৫। ওয়া ইয়াওমা তাকুমুস্ সা-'আতু ইউক্বসিমুল্ মুজ্‌রিমূনা, মা- লাবিছূ গাইরা সা-'আতিন ;
তিনি মহাজ্ঞানী ও মহা ক্ষমতাবান। (৫৫) এবং যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে সেদিন পাপীরা কসম করে বলবে যে, (পৃথিবীতে) তারা এক মুহূর্তের বেশী থাকেনি।

كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿৫৬﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي

কাযা-লিকা কা-নূ ইউ'ফাকূন। ৫৬। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা উতুল 'ইল্‌মা ওয়াল্ ঈমা-না লাক্বাদ্ লাবিছ্‌তুম ফী
এভাবেই তারা সত্য পথ থেকে ফিরে যেত। (৫৬) এবং যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দান করা হয়েছে তারা (পাপীদেরকে) বলবে, তোমরাতো অবস্থান করেছ

كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

কিতা-বিল্লা-হি ইলা- ইয়াওমিল্ বা'ছি ফাহা-যা- ইয়াওমুল্ বা'ছি ওয়ালা- কিন্নাকুম কুন্তুম লা- তা'লামূন।
আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সুতরাং আজকে এ দিবসই পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা (এ দিবসকে সত্য বলে) জানতে না।

﴿৫৭﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿৫৮﴾ وَلَقَدْ

৫৭। ফাইয়াওমাইযিল্ লা- ইয়ানফা'উল্ লাযীনা জালামূ মা'যিরাতুহুম ওয়ালা- হুম ইউস্তা'তাবূন। ৫৮। ওয়া লাক্বাদ্
(৫৭) সেদিন জালিমদের অজুহাত তাদের কোনই উপকারে আসবে না এবং তাদেরকে তওবা করে আল্লাহর সন্তুষ্টির সুযোগও দেয়া হবে না। (৫৮) আমি

ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ

দ্বারাব্‌না- লিন্না-সি ফী হা-যাল কুরআ-নি মিন্ কুল্লি মাছালিন ; ওয়া লাইন্ জ্বি'তাহুম বিআ-ইয়াতিল্ লাইয়াকূ লান্নাল্
মানুষের জন্য এ কুরআনে প্রতিটি প্রকারের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি; আপনি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন পেশ করেন, তবে কাফিরেরা

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿৫৯﴾ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ

লাযীনা কাফারূ~ইন্ আন্‌তুম ইল্লা- মুব্‌ত্বিলূন। ৫৯। কাযা-লিকা ইয়াত্ববা'উল্লা-হু 'আলা- কুলূবিল্লাযীনা
অবশ্যই বলবে যে, তোমরা (পয়গম্বর ও মুমিনগণ) মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। (৫৯) আল্লাহ এভাবে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন,

لَا يَعْلَمُونَ ﴿৬০﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ৬ ع ৯ রুকূ

লা- ইয়া'লামূন। ৬০। ফাস্‌বির্ ইন্না ওয়া'দাল্লা-হি হাক্কুন্ ওয়ালা-ইয়াস্তাখিফফান্নাকাল্ লাযীনা লা-ইউক্বিনূন।
যারা জ্ঞান রাখে না। (৬০) সুতরাং হে নবী! আপনি ধৈর্যধারণ করুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য অবিশ্বাসীরা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।

সূরা লুক্বমা-ন
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩৪
রুকূ ঃ ৪

الٓمّٓ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣﴾

১। আলিফ্‌ লা—ম্‌ মী—ম্‌ ২। তিল্‌কা আ-ইয়া-তুল্‌হু কিতা-বিল্‌ হ্বাকীম। ৩। হুদা ওয়া রাহ্বমাতাল্‌ লিল্‌ মুহ্‌সিনীন।
(১) আলিফ লা-ম মী-ম। (২) এগুলো বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াত। (৩) যা পূণ্যবানদের জন্য সঠিক পথনির্দেশ ও (আল্লাহর) অনুগ্রহ স্বরূপ।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾

৪। আল্লাযীনা ইউক্বীমূনাস্ব হস্বালা-তা ওয়া ইউ'তূনায্‌ যাকা-তা ওয়া হুম্‌ বিল আ-খিরাতি হুম ইউক্বিনূন।
(৪) যারা নামাজ কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে আর তারা পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে,

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾ وَمِنَ النَّاسِ

৫। উলা—ইকা 'আলা- হুদাম্‌ মিরঞ্জরাব্বিহিম ওয়া উলা—ইকা হুমুল মুফ্‌লিহূন। ৬। ওয়া মিনান্‌ না-সি
(৫) তারাই তাঁদের প্রতিপালকের তরফ থেকে সঠিক পথে আছে এবং তারাই কৃতকার্য। (৬) কতিপয় লোক এমনও আছে যারা

مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا

মাইঁ ইয়াশ্‌তারী লাহ্‌ওয়াল্‌ হ্বাদীছি লিইউদ্বিল্লা 'আন্‌ সাবীলিল্লা-হি বিগাইরি 'ইল্‌মিও; ওয়া ইয়াত্তাখিযাহা- হুযুওয়ান ;
অজ্ঞতার কারণে লোকদেরকে পথভ্রষ্ট আল্লাহর রাস্তা থেকে বের করার জন্য খেল তামাশার কথা ক্রয় করে এবং তা (আল্লাহর দ্বীন) নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করে;

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٦﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ

উলা—ইকা লাহুম 'আযা-বুম্‌ মুহীন। ৭। ওয়া ইযা- তুত্‌লা-'আলাইহি আ-ইয়া-তুনা- ওয়াল্লা-মুস্তাক্‌বিরান্‌ কাআল্‌ লাম
এসব লোকদের জন্যই লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (৭) যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে অহংকারে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, মনে হয়

يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

ইয়াস্‌মা'হা- কাআন্না ফী~ উযুনাইহি ওয়াক্বরান, ফাবাশ্‌শির্‌হু বি'আযা-বিন আলীম। ৮। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব
যেন সে, তা শোনতেই পায়নি যেন তার উভয় কর্ণই শ্রবণ শক্তিহীন, সুতরাং তাকে যন্ত্রণাময় শাস্তির সুসংবাদ দাও। (৮) যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪) ঃ ..... الذين يقيمون – নামাজ, যাকাত এবং পরকালে বিশ্বাস এ তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য এগুলোকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা মুহসিনীন (নেককার) এবং পরহেজগারগণ ফরজ, সুন্নত এমনকি নফল ইবাদত পর্যন্ত আমল করে থাকেন। (কুঃ কাঃ)

✪ শানে নুযূল (আঃ ৬) ঃ ..... ومن الناس – কাফির নেতা নাযার বিন হারিস ব্যবসার উদ্দেশ্যে পারস্যে যেত। সেখান থেকে বড় বড় বাদশাহদের কাহিনী ও ইতিহাস ক্রয় করে নিয়ে এসে কুরায়াশদেরকে বলত, মুহাম্মদ (সা) তো 'আদ ও সামুদের কাহিনী, সুলায়মান ও দাউদের বাদশাহীর কথা তোমাদেরকে শোনায়। আজ আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইসকান্দার এবং পারস্যের বাদশাহদের কাহিনী শোনাব। এছাড়াও সে এক সুন্দরী গায়িকা ক্রয় করে এনেছিল। তা দিয়ে মানুষদেরকে নাচ দেখিয়ে ও গান শোনায়ে পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করত। সে প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ ওসমানী)

الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ﴿٩﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ

স্বা-লিহ্বা-তি লাহুম জান্না-তুন্ না'ঈম। ৯। খা-লিদীনা ফীহা- ; ওয়া'দাল্লা-হি হ্বাক্ব্বান ; ওয়া হুওয়াল 'আযীযুল

তাদের জন্য অবশ্যকই রয়েছে শান্তিময় জান্নাত। (৯) তারা চিরস্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে; আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, তিনি মহা শক্তিশালী

الْحَكِيْمُ ﴿١٠﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ

হ্বাকীম। ১০। খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি বিগাইরি 'আমাদিন্ তারাওনাহা- ওয়া আলক্বা-ফিল আরদ্বি রাওয়া-সিয়া আন্

প্রজ্ঞাবান। (১০) তিনিই আকাশকে বিনা খুঁটিতে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা তা দেখছ। এবং (তিনি) পৃথিবীতে পাহাড়সমূহ স্থাপন করেছেন, যাতে সে (পৃথিবী)

تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۭ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا

তামীদা বিকুম ওয়া বাছ্ছা ফীহা- মিন কুল্লি দা—ব্বাতিন ; ওয়া আন্‌যাল্‌না- মিনাস্ সামা—ই মা—আন্ ফাআম্বাত্‌না- ফীহা-

তোমাদেরকে নিয়ে ঝাঁকুনি না দেয় এবং সর্ব প্রকারের জীব প্রাণী যমীনে ছড়িয়ে দিয়েছেন; এবং আমি বর্ষণ করি আকাশ থেকে পানি (বৃষ্টি), অতঃপর উৎপন্ন করি

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾ هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۭ

মিন্ কুল্লি যাওজিন্ কারীম। ১১। হা-যা- খাল্‌কুল্লা-হি ফাআরূনী মা-যা- খালাক্বাল্ লাযীনা মিন্ দূনিহী ;

সর্ব প্রকার উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ। (১১) এটা আল্লাহরই সৃষ্টি। এখন আমাকে দেখাও আল্লাহ ব্যতীত অন্যেরা কি কি সৃষ্টি করেছে।

بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۭ وَمَنْ يَّشْكُرْ ১ ع ১০ রুকু

বালিজ্ জা-লিমূনা ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ১২। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা-লুক্বমা-নাল্ হিকমাতা আনিশ্‌কুর লিল্লা-হি ; ওয়া মাই ইয়াশ্‌কুর

বরং এ জালিমরা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। (১২) আমি লোকমানকে এ মর্মে প্রজ্ঞা দান করেছিলাম যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর আল্লাহর জন্য; এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী

فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿١٣﴾ وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ

ফাইন্নামা- ইয়াশ্‌কুরু লিনাফ্‌সিহী, ওয়া মান্ কাফারা ফাইন্নাল্লা-হা গানিয়্যুন্ হ্বামীদ। ১৩। ওয়া ইয্ ক্বা-লা লুক্বমা-নু

নিজের স্বার্থেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর যে অকৃতজ্ঞ হয় আল্লাহ অমুখাপেক্ষী প্রশংসিত। (১৩) আর যখন লোকমান বলেছিল তার

لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤﴾ وَوَصَّيْنَا ৩ ওয়াক্‌ফুন নবী (সাঃ)

লিব্‌নিহী ওয়া হুওয়া ইয়া'ইজুহূ ইয়া-বুনাইয়্যা লা-তুশ্‌রিক বিল্লা-হি ; ইন্নাশ্ শির্‌কা লাজুল্‌মুন 'আজীম। ১৪। ওয়া ওয়াস্‌স্বাইনাল্

পুত্রকে উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে, হে আমার সন্তান! আল্লাহর সাথে শরীক কর না; নিশ্চয়ই শিরক মহাপাপ। (১৪) আমি উপদেশ দিয়েছি মানুষকে তার মাতা-পিতা

الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ

ইন্‌সা-না বিওয়া-লিদাইহি, হ্বামালাত্‌হু উম্মুহূ ওয়াহ্‌নান্ 'আলা-ওয়াহ্‌নিও ওয়া ফিস্বা-লুহূ ফী 'আ-মাইনি আনিশ্‌কুর লী

সম্পর্কে। তার মাতা ক্লান্তির পর ক্লান্তি সহ্য করেও তাকে গর্ভে ধারণ করে এবং দুধ ছাড়ান হয় দু'বছরের সময়, সুতরাং তুমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১২) ঃ ......ولقد اتينا لقمن - অধিকাংশ আলিমগণের মতে, হযরত লোকমান পয়গম্বর ছিলেন না। একজন বিশেষ পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে বিশেষ জ্ঞান বিচক্ষণতা ও ভাষা জ্ঞান দান করে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করেছিলেন। তাঁর বিচক্ষণতাপূর্ণ উপদেশগুলো এবং তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাসমূহ প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। আল্লাহ কুরআন মাজীদে তাঁর প্রসংগে আলোচনা করে তাঁর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। হযরত লোকমান কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং কোন সময়ের ছিলেন তার পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে অনেকের মতে, তিনি হাবশী ছিলেন এবং হযরত দাউদের (আ) সময়ের ছিলেন। তাঁর অনেক কাহিনী ও কথা তাফসীর সমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। (তাঃ ওসমানী)

وَلِوَالِدَيْكَ ۚ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ

ওয়া লি ওয়া-লিদাইকা ; ইলাইয়্যাল্ মাস্বীর। ১৫। ওয়া ইন্ জ্বা-হাদা-কা 'আলা~আন্ তুশ্‌রিকা বী মা- লাইসা লাকা বিহী

এবং তোমার মাতা পিতার। আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। (১৫) আর যদি তারা (মাতা-পিতা) তোমাকে চেষ্টা করে আমার সাথে এমন কাউকে শরীক করতে

عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ

'ইল্মুন; ফালা- তুত্বি'হুমা- ওয়া স্বা-হিব্হুমা- ফিদ্দুন্ইয়া- মা'রূফাওঁ ওয়াত্তাবি' সাবীলা মান্ আনা-বা ইলাইয়্যা,

যে ব্যাপারে তোমার কোন কিছুই জানা নেই, তখন তুমি তাদের কথা মানবেনা এবং পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে তার অনুসরণ করবে, যিনি

ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ

ছুম্মা ইলাইয়্যা, মারজ্বি'উকুম ফাউনাব্বিউকুম্ বিমা- কুন্তুম তা'মালূন। ১৬। ইয়া-বুনাইয়্যা ইন্নাহা~ইন্ তাকু মিছ্ক্বা-লা

আমার দিকে ঝুঁকেছে। অতঃপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন তোমরা যা কিছু করতে, সেগুলো তোমাদেরকে জানিয়ে দিব। (১৬) হে আমার সন্তান!

حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ

হাব্বাতিম্ মিন্ খার্দালিন ফাতাকুন্ ফী স্বাখ্রাতিন্ আও ফিস্ সামা-ওয়া-তি আও ফিল্ আর্দ্বি ইয়া'তি

কোন জিনিস যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আর সেটা যদি প্রস্তর খন্ডের মধ্যে অথবা আকাশে অথবা যমীনের (তলদেশে) থাকে, তাও আল্লাহ এনে উপস্থিত

بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٧﴾ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ

বিহাল্লা-হু ; ইন্নাল্লা-হা লাত্বীফুন খাবীর। ১৭। ইয়া-বুনাইয়্যা আক্বিমিস্ব স্বালা-তা ওয়া'মুর বিল্মা'রূফি ওয়ান্হা

করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ। (১৭) হে আমার সন্তান! তুমি নামাজ কায়েম কর, সৎ কাজের উপদেশ দাও এবং খারাপ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨﴾ وَلَا تُصَعِّرْ

'আনিল্ মুন্কারি ওয়াস্ববির্ 'আলা- মা~আস্বা-বাকা ; ইন্না যা-লিকা মিন্ 'আয্মিল্ উমূর। ১৮। ওয়ালা- তুস্বা'য়্যির

কাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এ কাজগুলো খুবই হিম্মতের। (১৮) তুমি মানুষের থেকে

خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ

খাদ্দাকা লিন্না-সি ওয়ালা- তাম্‌শি ফিল্ আর্দ্বি মারাহান ; ইন্নাল্লা-হা লা- ইউহিব্বু কুল্লা মুখ্তা-লিন্

তোমার মুখ (অহংকার বশতঃ) অন্যদিকে ফিরায়োনা এবং ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার করে চল না; নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী, গর্বকারীকে পছন্দ

فَخُورٍ ﴿١٩﴾ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ

ফাখূর। ১৯। ওয়াক্বস্বিদ্ ফী মাশ্ইকা ওয়াগদুদ্ব মিন স্বাওতিকা ; ইন্না আন্কারাল্ আস্বওয়া-তি

করেন না। (১৯) তুমি চলনে মধ্যম গতি অবলম্বন করবে আর তোমার আওয়াজ নীচু করবে। নিশ্চয়ই আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ আওয়াজ হচ্ছে

○ টীকা (আঃ ১৫) ঃ বলা বাহুল্য, এমন কোন বস্তুই নাই, যার উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন অনুকূল প্রমাণ থাকতে পারে। মোটকথা, তার যদি কোন বস্তুকে খোদার শরীক করার জন্য তোমাদের উপর চাপ দেয়, তবে তোমরা তাহাদের কথা মানিও না। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১৬) ঃ অর্থাৎ, মানুষের জ্ঞানের অগোচরে অদৃশ্য হওয়ার কারণ এই কয়েকটি হয়ে থাকে। কখনও অতি ক্ষুদ্রাকার হওয়া বশতঃ কখনও আবরণ অত্যধিক ভারী ও কঠিন হওয়া বশতঃ, কখনও দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ার দরুন এবং কখনও ঘন অন্ধকারের কারণে। কিন্তু আল্লাহ পাকের মহিমা এত অসীম যে, কোন বস্তুর মধ্যে কারণগুলো একত্রিত হইলেও কিয়ামতের দিন তিনি উহাকে এনে উপস্থিত করবেন। (বঃ কোঃ)

لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿٢٠﴾ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

লাস্বাওতুল্ হামীর। ২০। আলাম্ তারাও আন্নাল্লা-হা সাখ্খারা লাকুম্ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা- ফিল্ আর্দ্বি

গর্দভের আওয়াজ। (২০) তোমরা কি দেখ না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সব কিছুকে তোমাদের সেবায় নিয়োযিত রেখেছেন এবং তোমাদের

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ

ওয়া আস্বাগা 'আলাইকুম নি'আমাহূ জা-হিরাতাওঁ ওয়া বা-ত্বিনাতান ; ওয়া মিনান্ না-সি মাই ইউজ্বা-দিলু ফিল্লা-হি বিগাইরি

উপর তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে রেখেছেন? কতিপয় লোক জ্ঞান ব্যতীতই আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করে এবং এ বিষয়

عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٢١﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا

'ইলমিওঁ ওয়ালা-হুদাওঁ ওয়ালা- কিতা-বিম্ মুনীর। ২১। ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুমুত্তাবি'উ মা~আন্যালাল্লা-হু ক্বা-লূ

না আছে তাদের কোন সঠিক বুঝ, না আছে সুস্পষ্ট কিতাব। (২১) যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়ের অনুসরণ কর, তখন তারা বলে,

بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ

বাল্ নাত্তাবি'উ মা- ওয়াজ্বাদ্না-'আলাইহি আ-বা—আনা- ; আওয়া লাও কা-নাশ্ শাইত্বা-নু ইয়াদ'উহুম ইলা- 'আযা-বিস্

আমরাতো আমাদের পিতৃ পুরুষকে যে পথের উপর পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। (আচ্ছা!) শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে ডাকে, তার পরেও

السَّعِيرِ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

সা'ঈর। ২২। ওয়া মাই ইউস্লিম ওয়াজ্বহাহূ~ইলাল্লা-হি ওয়া হুওয়া মুহ্সিনুন্ ফাক্বাদিস্ তাম্সাকা বিল্ 'উর্ওয়াতিল্

অনুসরণ করবে? (২২) এবং যে কেহ পুণ্যবান অবস্থায় আল্লাহর দিকে তার চেহারাকে অবনত করে; তবে সে শক্ত রশিকে দৃঢ়ভাবে

الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٣﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ

উছ্ক্বা- ;'ওয়া ইলাল্লা-হি 'আ-ক্বিবাতুল্ উমূর। ২৩। ওয়া মান্ কাফারা ফালা- ইয়াহ্যুন্কা কুফ্রুহূ ; ইলাইনা- মারজ্বি'উহুম

ধরল। সব কাজেরই ফলাফল আল্লাহর কাছে। (২৩) কাফিরদের কুফরী যেন আপনাকে চিন্তিত না করে, পরিশেষে তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট, অতঃপর

فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ

ফানুনাব্বিউহুম্ বিমা- 'আমিলূ ; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম্ বিযা-তিস্ব স্বুদূর। ২৪। নুমাত্তি'উহুম ক্বালীলান্ ছুম্মা

তারা যা কাজ করতো তা আমি তখন তাদেরকে জানিয়ে দিব। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের গোপন বিষয় জানেন। (২৪) আমি তাদেরকে অল্প সময়ের জন্য ভোগ-বিলাস

نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

নাদ্ত্বাররুহুম ইলা- 'আযা-বিন্ গালীজ্। ২৫। ওয়া লাইন্ সাআল্তাহুম্ মান্ খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বা

দিয়ে রাখব, অতঃপর আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। (২৫) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনস যে, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা কে?

○ টীকা (আঃ ২০) ঃ পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থিত অধিকাংশ বস্তুই মানুষের উপকারে লাগে। দিবা স্বীয় সময় মত আগমন করে। রাত্রি, চন্দ্র, সূর্য ও তারকাপুঞ্জ স্ব স্ব সময় মত উদিত ও অস্তমিত হয়। তরিতরকারী শস্যাদি সবই সময়মত উৎপন্ন ও পরিপক্ক হয়। অবশ্য হতে মানুষের কোন অধিকার নাই, তথাপি মানব এগুলো দ্বারা উপকৃত হয় বলে আল্লাহ্ তায়ালা ঐগুলো মানবের 'আজ্ঞাবহ' বলে উল্লেখ করেছেন। হে মানুষ! চন্দ্র, সূর্য, মেঘমালা, বায়ু ও আকাশ প্রভৃতিকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপকারের জন্য নিয়োজিত করেছেন, তোমরা বুঝতেছ না। তারা তোমার আজ্ঞা পালন করতে প্রাণপাত করতেছে, তোমাদের কি এই বিচার যে, পেয়ে সেই আল্লাহর তায়ালার আজ্ঞা অমান্য করতেছে? (কুঃ কারীম)

لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

লাইয়াক্বূলুন্নাল লা-হু ; কুলিল্ হ্বামদু লিল্লা-হি ; বাল্ আক্‌ছারুহুম লা- ইয়া'লামূন। ২৬। লিল্লা-হি মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি

তবে তারা অবশ্যই জবাবে বলবে, 'আল্লাহ'; বলুন (সব) প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই; কিন্তু তাদের অধিকাংশেই জ্ঞান রাখে না। (২৬) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে

وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ

ওয়াল্ আর্‌দ্বি ; ইন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ গানিয়্যুল্ হ্বামীদ্। ২৭। ওয়া লাও আন্না মা- ফিল্ আর্‌দ্বি মিন্ শাজারাতিন

সব কিছু আল্লাহরই, তিনি (আল্লাহ) অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত। (২৭) পৃথিবীর বৃক্ষগুলো যদি কলম হয় আর সমুদ্রগুলো যদি

اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

আক্বলা-মুঁও ওয়াল্ বাহ্বরু ইয়ামুদ্দুহু মিম্ বা'দিহী সাব'আতু আব্‌হুরিম্ মা-নাফিদাত কালিমা-তুল্লা-হি ; ইন্নাল্লা-হা

তার কালি হয় এবং তা শেষ হবার পরে আরও যদি মিলিত হয় এর সাথে সাতটি সমুদ্র, তারপরেও আল্লাহর বাণীসমূহ শেষ হবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপ্রভাবশালী,

عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٧﴾ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ

'আযীযুন হ্বাকীম। ২৮। মা- খালক্বুকুম ওয়ালা- বা'ছুকুম ইল্লা- কানাফ্‌সিওঁ ওয়া-হিদাতিন ; ইন্নাল্লা-হা সামী'উম্ বাস্বীর।

মহাজ্ঞানী। (২৮) তোমাদের সবার সৃষ্টি ও তোমাদের পুনরুত্থান এমনই, যেমন একটি প্রাণীকে সৃষ্টি করা ও পুনরায় জীবিত করা; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ ﴿٢٨﴾

২৯। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা ইউলিজুল্ লাইলা ফিন্ নাহা-রি ওয়া ইউলিজুন্ নাহা-রা ফিল্ লাইলি ওয়া সাখ্‌খারাশ্

(২৯) তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ রাতকে দিবসের মাঝে প্রবেশ করান এবং দিবসকে রাতের মাঝে প্রবেশ করান এবং

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؗ كُلٌّ يَّجْرِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

শামসা ওয়াল্ ক্বামারা, কুল্লুইঁ ইয়াজ্‌রী~ইলা~আজালিম্ মুসাম্মাওঁ ওয়া আন্নাল লা-হা বিমা-তা'মালূনা খাবীর।

সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন? প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিচরণ করছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ, তোমরা যা কিছু কর তা সব জানেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ ﴿٢٩﴾

৩০। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ হ্বাক্বকু ওয়া আন্না মা- ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিহিল্ বা-ত্বিলু, ওয়া আন্নাল্লা-হা হুওয়াল্

(৩০) এ সব এ কারণে যে, আল্লাহ সত্য এবং তাঁকে ব্যতীত লোকেরা যাকে ডাকে সব মিথ্যা (তা প্রমাণ করা)। নিশ্চয়ই আল্লাহ

ع ٣ ১২ রুকূ

الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٣٠﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ

'আলিয়্যুল্ কাবীর। ৩১। আলাম্ তারা আন্নাল্ ফুল্‌কা তাজ্‌রী ফিল্ বাহ্বরি বিনি'মাতিল্লা-হি লিইউরিয়াকুম্ মিন্

সর্বোচ্চ মহান। (৩১) তোমরা কি চিন্তা কর না যে, সমুদ্রে নৌকাগুলো আল্লাহর অনুগ্রহে চলছে এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে তাঁর কিছু নিদর্শনাবলী

✪ শানে নুযূল (আঃ ২৭) ঃ রাসূল (স) যখন হিজরত করে মদীনায় যান্, তখন ইহুদী পাদ্রীদের একটি দল রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলে, কুরআনে যে বলা হয়েছে "তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে" এ আয়াতে শুধু আপনার কথাই বলা হয়েছে, না আমরাও এর অন্তর্ভুক্ত? রাসূল (স) বললেন, এতে সকলকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ইহুদী পাদ্রীরা এতে আপত্তি করে বলল, 'আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওরাতে প্রদান করেছেন। তাতে লেখা আছে, "তাবাইয়্যিনা লিকুল্লি শাইয়িন" অর্থাৎ 'এতে সবকিছুই বর্ণনা করা হয়েছে।' সুতরাং আমাদেরকে সবকিছুরই জ্ঞান দেয়া হয়েছে। আপনি আমাদের জ্ঞানকে সামান্য ভাববেন কেন? রাসূল (স) বললেন, 'তাওরাতে যা আছে তা ঠিকই আছে। কিন্তু তোমরা তো তাওরাতের সবকিছু জান না। তাছাড়া তাওরাতের সকল জ্ঞানই আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় অতি সামান্য জ্ঞান। তখনই রাসূল (স)-এর এই উক্তির সমর্থনে এ আয়াত নাযিল হয়। (মাঃ কুঃ)

ءَايَٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٢﴾ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَٱلظُّلَلِ

আ-ইয়া-তিহী ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিকুল্লি স্বাব্বা-রিন্ শাকূর। ৩২। ওয়া ইযা- গাশিয়াহুম্ মাওজুন্ কাজ্জুলালি
প্রদর্শন করেন? নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞকারীর জন্য। (৩২) যখন তুফান তাদেরকে আবৃত করে ছায়াচ্ছন্নের মত,

دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ

দা'আউল্লা-হা মুখ্‌লিস্বীনা লাহুদ্দীনা, ফালাম্মা- নাজ্জা-হুম ইলাল্ বার্‌রি ফামিন্‌হুম মুক্‌তাস্বিদুন ; ওয়া মা- ইয়াজ্‌হাদু
তখন তারা আল্লাহকে ডাকে একনিষ্ঠভাবে, যখন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে রক্ষা করে তীরে পৌছান, তখন তাদের মধ্যে কতিপয় সত্য পথে থাকে শুধু মাত্র

بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا۟ يَوْمًا لَّا

বিআ-ইয়া-তিনা~ইল্লা-কুল্লু খাত্তা-রিন্ কাফূর। ৩৩। ইয়া~আইয়্যুহান্ না-সুত্তাকূ রাব্বাকুম ওয়াখ্‌শাও ইয়াওমাল্ লা-
বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞরাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। (৩৩) হে মানুষ! তোমারা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং সে দিনকে ভয় কর যেদিন

يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ

ইয়াজ্‌যী ওয়া-লিদুন 'আওঁ ওয়ালাদিহী, ওয়ালা-মাওলূদুন হুওয়া জ্বা-যিন 'আওঁ ওয়া-লিদিহী শাইআন ; ইন্না ওয়া'দাল্লা-হি
পিতা তার সন্তানকে কোন উপকার করতে পারবে না এবং সন্তানও তার পিতার কোনই কাজে আসবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি

حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٣٤﴾ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ

হাক্বক্বুন ফালা- তাগুর্‌রান্নাকুমুল হ্বাইয়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়ালা- ইয়াগুর্‌রান্নাকুম্ বিল্লা-হিল গারূর। ৩৪। ইন্নাল্লা-হা 'ইন্দাহূ
সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কখনও ধোকায় না ফেলে এবং শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোকা না দিতে পারে। (৩৪) একমাত্র

عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا

'ইলমুস্ সা-'আতি, ওয়া ইউনায্‌যিলুল গাইছা, ওয়া ইয়া'লামু মা- ফিল্ আর্‌হ্বা-মি ; ওয়া মা- তাদ্‌রী নাফ্‌সুম মা-যা-
কিয়ামতের খবর; আল্লাহর নিকটই রয়েছে। এবং তিনিই বর্ষণ করেন বৃষ্টি এবং তিনিই জানেন যা কিছু আছে গর্ভ কোষে। কোন মানুষেরই জানা নেই যে, সে কি

تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ ٥ ৪ ع ৪ ১৩ রুকূ

তাক্‌সিবু গাদান ; ওয়া মা- তাদ্‌রী নাফ্‌সুম্ বিআইয়্যি আর্‌দ্বিন্ তামূতু ; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুন খাবীর।
অর্জন করবে আগামী কাল, এবং কোন মানুষেরই খবর নেই যে, সে কোন যমীনে মারা যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন ও খবর রাখেন।

✪ টীকা (আঃ ৩২) ঃ অর্থাৎ, ঈমানদারগণ, কেননা মু'মেনগণই পূর্ণ ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ হয়ে তাকে। এতদ্ব্যতীত ধৈর্যশীলতা এবং কৃতজ্ঞতা, মানুষকে জগৎ-পতি আল্লাহ্ সম্বন্ধে চিন্তা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। বস্তুতঃ তার অস্তিত্বের প্রমাণ পেতে হলে চিন্তার প্রয়োজন। সুতরাং এস্থলে ধৈর্যশীলতা ও কৃতজ্ঞতা গুণ দুটির উল্লেক খুবই সমীচীন হয়েছে। বিশেষতঃ সমুদ্রে নৌকা চলাচলের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে। কেননা, তদবস্থায় তরঙ্গ উঠলে তা ধৈর্য ধারণেরই স্থান এবং তা হতে নিরাপদে কুলে পৌছলে, তখন সেটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থান। অতএব, যারা এ সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে চিন্তা করতে থাকে, তারাই আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতার প্রমাণ গ্রহণের তওফীক লাভ করে। (বঃ কোঃ)

✪ শানে নুযূল (আঃ ৩৪) ঃ দুররে মনসূর কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, কাফেরদের মধ্যে কেহ কেহ হুযূর (স)-কে কিয়ামতের সময় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতো যে, উহা কখন ঘটবে? এই আয়াতটিতে উক্ত প্রশ্নের উত্তর বর্ণিত হয়েছে। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ যেহেতু কাফেররা রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে এই পাঁচটি বিষয় সম্বন্দেই অধিক জিজ্ঞাসা করত। কাজেই আয়াতে বিশেষ করেই পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিংবা নফ্‌স প্রধানতঃ এই পাঁচটি বিষয় সম্বন্দে জ্ঞাত হওয়ার জন্যই অধিক আগ্রহশীল থাকে, সুতরাং আয়াতে এই পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এগুলো মানুষের জানার বিষয় নহে, ইহা শুধু আল্লাহ্ই জানেন। (বঃ কোঃ)

সূরা সিজ্‌দাহ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩০
রুকূ ঃ ৩

الٓمّٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ

১। আলিফ্ লা—ম্ মী—ম। ২। তান্‌যীলুল কিতা-বি লা-রাইবা ফীহি মির্ রাব্বিল 'আ-লামীন। ৩। আম ইয়াকূলূনাফ্ তারা-হু,

(১) আলিফ-লাম-মী-ম (২) এ কিতাব সারা জাহানের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। (৩) তারা কি বলে যে, এটা সে নিজে রচনা করেছে, বরং

بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣﴾

বাল্ হুওয়াল হাক্বক্বু মির্ রাব্বিকা লিতুন্‌যিরা ক্বাওমাম্ মা~আতা-হুম্ মিন্ নাযীরিম্ মিন্ ক্বাব্‌লিকা লা'আল্লাহুম ইয়াহ্‌তাদূন।

এটা আপনার রবের তরফ থেকে সত্য। যাতে আপনি সে সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি যাতে তারা সুপথ পেতে পারে।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى ﴿٤﴾

৪। আল্লা-হুল্লাযী খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বা ওয়া মা- বাইনাহুমা- ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিন্ ছুম্মাস্‌তাওয়া-

(৪) আল্লাহ্, যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যস্থ সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি উপবেশন করেন

عَلَى الْعَرْشِ ۭ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۭ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥﴾ يُدَبِّرُ

'আলাল্ 'আর্‌শি ; মা-লাকুম্ মিন দূনিহী মিও ওয়ালিয়্যিও ওয়ালা- শাফী'ইন্ ; আফালা- তাতাযাক্কারূন। ৫। ইউদাব্বিরুল্

আরশের উপর। তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া কোন বন্ধু নেই এবং সুপারিশকারীও নেই, এরপরেও কি তোমরা উপদেশ মেনে চলবে না? (৫) তিনি

الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ

আম্‌রা মিনাস্ সামা—ই ইলাল্ আরদ্বি ছুম্মা ইয়া'রুজু ইলাইহি ফী ইয়াওমিন্ কা-না মিক্বদা-রুহূ~আল্‌ফা সানাতিম্

কাজ পরিচালনা করেন আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত। অতঃপর একদিন সব কিছুই তাঁর কাছে ওঠানো হবে, যে দিনের পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার

مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٦﴾ ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٧﴾ الَّذِيْٓ اَحْسَنَ

মিম্মা- তা'উদ্দূন। ৬। যা-লিকা 'আ-লিমুল্ গাইবি ওয়াশ্ শাহা-দাতিল 'আযীযুর রাহীম ৭। আল্লাযী~আহ্‌সানা

বছরের সমান। (৬) তিনি (আল্লাহ্) অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ বিষয়ে অবহিত, তিনি মহা শক্তিশালী, অসীম দয়ালু। (৭) যিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে

كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ

কুল্লা শাইয়িন খালাক্বাহূ ওয়া বাদাআ খাল্‌ক্বাল্ ইন্‌সা-নি মিন্ ত্বীন। ৮। ছুম্মা জ্বা'আলা নাস্‌লাহূ মিন্ সুলা-লাতিম্ মিম্

অতি সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ সৃষ্টি সূচনা করেছেন মাটি থেকে। (৮) অতঃপর তার সন্তান সৃষ্টি করেন, এক অবজ্ঞেয় পানির নির্যাস

○ সূরা সাজ্‌দাহ ঃ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) জুমার দিন ফজরের নামাজের প্রথম রাকাতে الم السجدة এবং দ্বিতীয় রাকাতে هل اتى على الانسان পাঠ করতেন। অন্য হাদীসে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) রাতে নিদ্রায় যাওয়ার পূর্বে الم السجدة ও সূরা মূলক পাঠ করতেন। (কুঃ কারীম) ○ শানে নুযূল (আঃ ৫) ঃ দুররে মানছুর কিতাবে বর্ণিত আছে, কেউ হুজুর (স)-কে আয়াতে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয় সম্পর্ক প্রশ্ন করলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (বঃ কুঃ) হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ আয়াতে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয় কোন মাখলুককে দেন নাই। স্বয়ং নিজের ইলমে এটাকে গোপন রেখেছেন। না কোন ফিরিশতাকে এর জ্ঞান দিয়েছেন না কোন নবী রাসূলকে এর জ্ঞান দিয়েছেন।

ماء مهين ٩ ثم سوىه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار

মা—ইম্ মাহীন। ৯। ছুম্মা সাওয়্যা-হু ওয়া নাফাখা ফীহি মির্ রূহিহী ওয়া জ্বা'আলা লাকুমুস্ সাম্'আ ওয়াল্ আব্‌স্বা-রা
হতে। (৯) অতঃপর তাকে সুগঠিত করে তাতে তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। তিনিই তোমাদের কর্ণ, চোখ এবং অন্তর বানিয়েছেন,

والافئدة قليلا ما تشكرون ١٠ وقالوا ءاذا ضللنا في الارض ءانا لفي خلق

ওয়াল্ আফ্‌ইদাতা ; ক্বালীলাম্ মা- তাশ্‌কুরূন। ১০। ওয়া ক্বা-লূ~আ ইযা- দ্বালাল্‌না- ফিল্ আরদ্বি আইন্না-লাফী খালক্বিন্
তোমরা অতি অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (১০) তারা বলে, যখন আমরা মাটিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব, তখনও কি পুনরায় আমাদেরকে নতুন ভাবে

جديد بل هم بلقاي ربهم كفرون ١١ قل يتوفىكم ملك الموت الذي

জ্বাদীদ ; বাল্ হুম্ বিলিক্বা—ই রাব্বিহিম কা-ফিরূন। ১১। কুল্ ইয়াতাওয়াফ্‌ফা-কুম্ মালাকুল্ মাওতিল্লাযী
সৃষ্টি করা হবে? ফলতঃ তারা তাদের প্রতিপালকের দর্শনকেই অস্বীকার করে। (১১) বলুন, তোমাদের প্রাণ নিয়ে যাবেন মালাকুল মাউত, যিনি তোমাদের দায়িত্ব প্রাপ্ত।

وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ١٢ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رءوسهم ١ ع ٢١ ১৪ রুকূ

উক্কিলা বিকুম্ ছুম্মা ইলা- রাব্বিকুম তুরজ্বা'উন। ১২। ওয়া লাও তারা~ইযিল মুজ্বরিমূনা না-কিসূ রুঊসিহিম
অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (১২) আর যদি আপনি দেখতেন, যখন পাপীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে তাদের মাথা নত করে বলবে,

عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ١٣ ولو شئنا

'ইন্দা রাব্বিহিম ; রাব্বানা~আব্‌স্বার্‌না- ওয়া সামি'না- ফারজ্বি'না- না'মাল্ স্বা-লিহান ইন্না- মূক্বিনূন। ১৩। ওয়া লাও শি'না-
হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম এবং শোনলাম, এখন আপনি আমাদেরকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিন; আমরা নেক কাজ করব, আমরা পূর্ণ নিশ্চিত হয়েছি। (১৩) আমি ইচ্ছা

لاتينا كل نفس هدىها ولكن حق القول مني لاملئن جهنم من الجنة

লাআ-তাইনা- কুল্লা নাফ্‌সিন্ হুদা-হা- ওয়া লা-কিন্ হাক্কাল্ ক্বাওলু মিন্নী লাআমলাআন্না জ্বাহান্নামা মিনাল্ জ্বিন্নাতি
করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সঠিক পথ দান করতে পারতাম। কিন্তু আমার এ বাণী অতীব সত্য, আমি অবশ্যই পরিপূর্ণ করব জাহান্নামকে, জীন

والناس اجمعين ١٤ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسينكم وذوقوا

ওয়ান্ না-সি আজ্বমা'ঈন। ১৪। ফাযূক্বূ বিমা- নাসীতুম লিক্বা—আ ইয়াওমিকুম হা-যা-, ইন্না- নাসীনা-কুম ওয়া যূক্বূ
ও মানুষ দ্বারা। (১৪) এখন তোমরা, তোমাদের দিবসের আগমনকে ভুলে যাবার স্বাদ উপভোগ কর। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম তোমরা

عذاب الخلد بما كنتم تعملون ١٥ انما يؤمن بايتنا الذين اذا ذكروا بها

'আযা-বাল্ খুল্‌দি বিমা- কুন্তুম তা'মালূন। ১৫। ইন্নামা-ইউ'মিনু বিআ-ইয়া-তিনাল্ লাযীনা ইযা- যুক্কিরূ বিহা-
তোমাদের কৃতকর্মের চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক। (১৫) শুধু মাত্র তারাই আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, যারা

○ টীকা (আঃ ১০) ঃ কাফেরগণের কেয়ামত অবিশ্বাসের অন্যতম কারণ এই যে, মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া তা সাধারণতঃ বিবেক স্বীকার করে না। আরও কৃতকর্মের জবাবদিহি, প্রতিফল ও প্রতিদান এই সমস্ত কথা তারা বুঝতে পারেনা। তাদের এই ভিত্তিহীন মনোভাবের প্রতিবাদ করে আল্লাহ তায়ালা বলতেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে তারা কৃতকর্মের জবাবদিহির আশঙ্কায় কেয়ামত অমান্য করে; যদি জবাবদিহির আশঙ্কা না থাকত তবে তারা এরূপ দৃঢ়তাসহকারে কেয়ামত অস্বীকার করত না।

سجدة

خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٦﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ

খারর্ূ সুজ্জাদাওঁ ওয়া সাব্বাহূ বিহাম্দি রাব্বিহিম ওয়া হুম লা- ইয়াস্তাক্বিরূন। ১৬। তাতাজা-ফা- জুনূবুহুম

সে দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে সিজদায় পড়ে যায় এবং তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তারা গর্ব করে না। (১৬) তাদের শরীরের পার্শ্ব, শয্যার

عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٧﴾ فَلَا تَعْلَمُ

'আনিল্ মাদ্বা-জ্বি'ই ইয়াদ্'উনা রাব্বাহুম খাওফাওঁ ওয়া তামা'আওঁ ওয়া মিম্মা- রাযাক্বনা-হুম ইউন্ফিকূন। ১৭। ফালা-তা'লামু

স্থান হতে আলাদা রেখে তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশায় এবং আমি যে রিযিক তাদেরকে দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। (১৭) কেউই

نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ أَفَمَنْ كَانَ

নাফসুম্ মা~উখ্ফিয়া লাহুম মিন্ কুর্রাতি আ'ইউনিন, জ্বাযা—আম্ বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ১৮। আফামান্ কা-না

জানে না, যা তাদের চোখের তৃপ্তির জন্য গোপন করে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান হিসেবে। (১৮) তবে কি

مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٩﴾ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

মু'মিনান কামান্ কা-না ফা-সিক্বান ; লা-ইয়াস্তাউন। ১৯। আম্মাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি

যে মুমিন সে কি তার অনুরূপ যে পাপী? তারা (দু শ্রেণী) কখনও সমান হতে পারে না। (১৯) যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে

فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ

ফালাহুম জ্বান্না-তুল্ মা'ওয়া-, নুযুলাম্ বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ২০। ওয়া আম্মাল্লাযীনা ফাসাকূ ফামা'ওয়া-হুমুন্

তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাত, তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ। (২০) আর যারা পাপ কাজ করেছে তাদের ঠিকানা

النَّارُ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ

না-রু ; কুল্লামা~আরা-দূ~আইঁ ইয়াখ্রুজু মিনহা~উ'ঈদূ ফীহা- ওয়া ক্বীলা লাহুম যূকূ 'আযা-বান্

জাহান্নাম, যখনই তারা তা থেকে বাইরে বের হতে চাবে তখনই তার মধ্যে তাদেরকে উল্টা ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের

النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ

না-রিল্লাযী কুন্তুম্ বিহী তুকায্যিবূন। ২১। ওয়া লানুযীক্বান্নাহুম মিনাল্ 'আযা-বিল্ আদ্না- দূনাল্

শাস্তির স্বাদ উপভোগ কর, যা তোমরা মিথ্যা বলতে। (২১) এবং অবশ্যই আমি তাদেরকে উপভোগ করাব লঘু শাস্তি,

الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ

'আযা-বিল আক্বারি লা'আল্লাহুম ইয়ারজ্বি'উন। ২২। ওয়া মান্ আজ্লামু মিম্ মান্ যুক্কিরা বিআ-ইয়া-তি রাব্বিহী ছুম্মা

যাতে তারা (সত্য পথে) ফিরে আসে। (২২) তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে আছে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াত থেকে উপদেশ দেয়া হয়;

✪ টীকা (আঃ ১৬) ঃ অর্থাৎ, ঈমানদারগণের অবস্থা এইরূপ। ইহার কোন কোন অবস্থার উপর মূল ঈমান নির্ভর করে এবং কতকগুলোর দ্বারা ঈমানের পূর্ণতা সাধিত হয়। ✪ টীকা (আঃ ১৮) ঃ ইহা পূর্ববর্তী বর্ণনায় প্রকাশ পেয়েছে। এবিষয়ে আরও দৃঢ় জ্ঞান লাভের জন্য তাদের পরিণামফলের অসমতার বিবরণ পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ২০) ঃ তারা কূলের দিকে অগ্রসর হবে, যদিও গভীর এবং দ্বাররুদ্ধ হওয়ার বশতঃ বেরিয়ে আসতে পারিবে না। তথাপি এমন যন্ত্রণার সময় স্বভাবতঃই বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করবে। (বঃ কোঃ)

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২১) ঃ من العذاب الادنى - লঘু (ছোট) শাস্তি দ্বারা পার্থিব জীবনের বিপদাপদ, রোগ-ব্যধি, দুর্ভিক্ষ, গ্রেফতার, হত্যা ধনসম্পদ বিনষ্ট হওয়াকে বুঝন হয়েছে। (তাঃ ওসমানী)

২ ع ২১ ১৫ রুকূ

أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

আ'রাদ্বা 'আন্হা- ; ইন্না-মিনাল্ মুজ্রিমীনা মুন্তাক্বিমূন। ২৩। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা

এরপরেও সে তা থেকে মুখ ফিরায়? আমি অবশ্যই গুনাহগারদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (২৩) নিশ্চয়ই মূসা (আ)-কে কিতাব দিয়েছিলাম, সুতরাং

فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٤﴾ وَجَعَلْنَا

ফালা- তাকুন্ ফী মিরইয়াতিম্ মিল্ লিক্বা—ইহী ওয়া জ্বা'আল্না-হু হুদাল্ লিবানী~ইস্রা—ঈল। ২৪। ওয়া জ্বা'আল্না-

আপনি তার সাক্ষাৎ সম্পর্কে সন্দেহ কর না এবং আমি তাঁকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথ প্রদর্শক করেছিলাম। (২৪) এবং আমি তাদের মধ্য হতে নেতা করেছিলাম

مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ

মিন্হুম আইম্মাতাই ইয়াহ্দূনা বিআম্রিনা- লাম্মা- স্বাবারূ ; ওয়া কা-নূ বিআ-ইয়া-তিনা- ইউক্বিনূন। ২৫। ইন্না রাব্বাকা

যারা আমার নির্দেশ মোতাবেক লোকদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করত। যখন তারা ধৈর্য্যধারণ করেছিল তখন তারা ছিল আমার আয়াতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী। (২৫) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক

هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ

হুওয়া ইয়াফ্স্বিলু বাইনাহুম ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফীমা- কা-নূ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন। ২৬। আওয়া লাম ইয়াহ্দি লাহুম কাম্

কিয়ামতের দিন তাদের মাঝে সে বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন, যে বিষয় তারা মতভেদ করছে। (২৬) এ (দৃষ্টান্ত)ও কি তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করল না যে,

أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ

আহ্লাক্না-মিন ক্বাব্লিহিম মিনাল্ ক্বুরূনি ইয়াম্শূনা ফী মাসা-কিনিহিম ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিন ;

আমি তাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, (ভ্রমণ কালে) তারা চলাফেরা করে তাদের বাসস্থানে? নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শনাবলী।

أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ

আফালা- ইয়াস্মা'ঊন। ২৭। আওয়া লাম ইয়ারাও আন্না- নাসূক্বুল মা—আ ইলাল্ আরদ্বিল্ জুরুযি ফানুখরিজু বিহী

এর পরেও কি তার শোনবে না? (২৭) তারা কি দেখে না যে, আমি পানিকে প্রবাহিত করি অনাবাদি ভূমির দিকে, ফলে তা থেকে আমি ফসল উৎপন্ন করি,

তিন চতুর্থাংশ

زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ

যার'আন্ তা'কুলু মিন্হু আন্'আ-মুহুম ওয়া আন্ফুসুহুম ; আফালা- ইউব্স্বিরূন। ২৮। ওয়া ইয়াক্বূ-লূনা মাতা-

যা থেকে তাদের গবাদি পশুগুলো এবং তারা নিজেরাও খাদ্য গ্রহণ করে; তারা কি সেগুলো দেখে না? (২৮) এবং তারা বলে যে, তোমরা যদি

هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا

হা-যাল্ ফাত্হু ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ২৯। ক্বুল ইয়াওমাল্ ফাত্হি লা- ইয়ান্ফা'উল্লাযীনা কাফারূ~

সত্যবাদী হও, তবে বল, কবে হবে এর মীমাংসা? (২৯) বলুন, মীমাংসার দিন, কাফিরদের ঈমান আনা কোনই কাজে আসবে না

✪ **টীকা (আঃ ২৪) ঃ** হযরত রাসূলে করীম (সা) ও হযরত মূসা (আ) তাঁদের অধিকাংশ কার্যকলাপ একই পর্যায়ভুক্ত। এই হেতু পবিত্র কোরআনে বহুবার হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনার উল্লেখ আছে। এস্থলেও আল্লাহ তায়ালা হযরত রাসূলে করীম (সা)-কে বলেছেন যে, যেমন মূসা (আ)-কে তওরাত প্রদান করেছিলাম তদ্রূপ আপনাকেও কোরআন প্রদান করেছি। তওরাত দ্বারা বানী ইসরাইল যেরূপ হেদায়েত পেয়েছিল আপনার উম্মতগণও তদ্রূপ কোরআন শরীফ দ্বারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। বনী ইসরাইল হতে উদ্ভূত নবীগন হযরত মূসার শরিয়ত অনুযায়ী যেমন লোকদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করত আপনার খলিফাগণ ও আলেমগণ সেরূপ কোরআন অনুযায়ী লোকদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করতে থাকবে।

৩ ع ৩০ ১৬ রুকূ

إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٣٠﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ۝

ঈমা-নুহুম ওয়ালা-হুম ইউন্জারূন। ৩০। ফাআ'রিদ্ব 'আন্হুম ওয়ান্তাজির্ ইন্নাহুম্ মুন্তাজিরূন।

এবং তাদেরকে কোন সুযোগও দেয়া হবে না। (৩০) সুতরাং আপনি তাদের থেকে ফিরে থাকুন এবং অপেক্ষায় থাকুন তারাও অপেক্ষা করতেছে।

সূরা আহযা-ব
মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৭৩
রুকূ ঃ ৯

١ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا

১। ইয়া~আইয়্যুহান নাবিয়্যুত্তাক্বিল্লা-হা ওয়ালা- তুত্বি'ইল কা-ফিরীনা ওয়াল মুনা-ফিক্বীনা ; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান্

(১) হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের কথা মেনে চলবেন না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞাত,

حَكِيْمًا ٢ وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ٣

হাকীমা-। ২। ওয়াত্তাবি' মা- ইউহা~ইলাইকা মির্ রাব্বিকা ; ইন্নাল্লা-হা কা-না বিমা- তা'মালূনা খাবীরা-।

প্রজ্ঞাবান। (২) যা কিছু আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে আপনার কাছে ওহী করা হয় তার অনুসরণ করুন; তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে বিষয় পূর্ণ অবহিত।

٣ وَّتَوَكَّلْ عَلَي اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ٤ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ

৩। ওয়া তাওয়াক্কাল্ 'আলাল্লা-হি ; ওয়া কাফা-বিল্লা-হি ওয়াকীলা-। ৪। মা-জ্বা'আলাল্লা-হু লিরাজুলিম্ মিন্ ক্বাল্‌বাইনি ফী

(৩) আপনি আল্লাহর উপরই ভরসা করুন ব্যবস্থাপক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪) আল্লাহ কোন মানুষের ভেতরে দুটি অন্তর

جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰۗـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاۗءَكُمْ

জ্বাওফিহী, ওয়া মা- জ্বা'আলা আয্‌ওয়া-জ্বাকুমুল্ লা—ঈ তুজা-হিরূনা মিন্‌হুন্না উম্মাহা-তিকুম, ওয়ামা-জ্বা'আলা আদ'ইয়া—আকুম

সৃষ্টি করেননি, এবং তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা জেহার কর, তাদেরকে (আল্লাহ) তোমাদের মা করেননি এবং তোমাদের পালক পুত্রদেরকেও

اَبْنَاۗءَكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ٥

আব্‌না—আকুম; যা-লিকুম ক্বাওলুকুম্ বিআফ্‌ওয়া-হিকুম; ওয়াল্লা-হু ইয়াক্বূলুল্ হাক্বক্বা ওয়া হুওয়া ইয়াহদিস্ সাবীল।

তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ সত্য কথা বলেন এবং তিনি সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ لا تطع الكفرين - হিজরতের পর, ওলীদ ইবনে মুগীরা পাইবা ইবনে রাবীয়া মদীনায় পৌছে,মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে-রাসূলুল্লাহর (স) কাছে এ প্রস্তাব পেশ করেছে, যদি আপনি ইসলামের দাওয়াতী কাজ বন্ধ করেন, তবে আপনাকে আমার মক্কার অর্ধেক সম্পদ দান করবো। আবার মদীনার মুনাফিক ও ইয়াহুদীরা এ মর্মে ভীতি প্রদর্শন করেন যে, যদি তিনি (স) ইসলামী দাওয়াত থেকে বিরত না থাকে, তবে তাঁকে হত্যা করা হবে। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ মাঃ কুরআন) ✪ শানে নুযূল (আঃ ৪) ঃ ما جعل الله.....قلبين - মুনাফিকেরা বলত যে, রাসূলুল্লাহর (স) দুটি অন্তর। একটি আমাদের সাথে অন্যটি তাঁর সাহাবীদের সাথে। আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের এ কথার প্রতিবাদে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাঃ কাদেরী) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪) ঃ تظهرون منهن ..... - "জেহার" অর্থ মায়ের বিশেষ এক অংগের সাথে স্ত্রীর উপমা দেয়া। প্রথম ইসলামী যুগে যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে 'মা' বলে সম্বোধন করত অথবা যদি বলত যে, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠ সদৃশ" তাহলে সারা জীবনের জন্য স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এ কথা বলার কারণে তাদের দৃষ্টিতে সে স্ত্রী প্রকৃত মা সমতুল্য হয়ে যেত।

ابنائكم - তখন পালক পুত্রকেও আপন পুত্রের ন্যায় মনে করত এবং আপন পুত্রের ন্যায়ই সবকিছু তাকে (পালক পুত্রকে) দেয়া হত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, উপরোক্ত উভয় সম্পর্ক মৌখিক সম্পর্ক। এর দ্বারা প্রকৃত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হতে পারে না (অর্থাৎ স্ত্রী, প্রকৃত মা এবং পালাক পুত্র, প্রকৃত পুত্র হতে পারে না।) (তাঃ ওসমানী)

۝٥ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ

৫। উদ্‌'উহুম লিআ-বা—ইহিম হুওয়া আক্বসাত্বু 'ইন্দাল্লা-হি, ফাইল্লাম তা'লামূ~আ-বা—আহুম ফাইখ্‌ওয়া-নুকুম
(৫) তোমরা পালক পুত্রদেরকে ডাক তাদের পিতার দিকে সম্বন্ধ যুক্ত করে ঐটাই আল্লাহর নিকট অধিকতর ন্যায় সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতার কোন তথ্য

فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ

ফিদ্দীনি ওয়া মাওয়া-লীকুম ; ওয়া লাইসা 'আলাইকুম জুনা-হুন্ ফীমা~আখত্বা'তুম্ বিহী ওয়া লা-কিম্মা- তা'আমমাদাত্
না পাও, তবে তোমরা তাদের দ্বীনি ভাই ও বন্ধু। তোমাদের থেকে ভুল বশতঃ কিছু হয়ে গেলে সে ব্যাপারে তোমাদের কোন গুনাহ নেই; কিন্তু গুনাহ সেটা, যা তোমরা

قُلُوْبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٦ اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

ক্বুলূবুকুম ; ওয়া কা-নাল্লা-হু গাফূরার রাহীমা-। ৬। আন্নাবিয়্যু আওলা- বিল্ মু'মিনীনা মিন্ আন্‌ফুসিহিম
অন্তর থেকে স্বইচ্ছায় কর। আল্লাহ ক্ষমাশীল অসীম দয়ালু। (৬) নবী (স) মুমিনগণের কাছে অধিক অন্তরঙ্গ জীবনের চেয়েও

وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ۗ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ

ওয়া আয্‌ওয়া-জুহূ~উম্মাহা-তুহুম ; ওয়া উলুল্ আর্‌হা-মি বা'দ্বুহুম আওলা-বিবা'দ্বিন্ ফী কিতা-বিল্লা-হি মিনাল্
এবং তাঁর স্ত্রীগণও তাদের মাতা। আল্লাহর কিতাব অনুসারে আত্মীয়গণ একে অপরের (উত্তরাধিকার হওয়া হিসেবে) অধিক হকদার

الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ۚ كَانَ ذٰلِكَ فِى

মু'মিনীনা ওয়াল্ মুহা-জিরীনা ইল্লা~আন্ তাফ্‌'আলূ~ইলা~আওলিয়া—ইকুম্ মা'রূফান ; কা-না যা-লিকা ফিল্
মুমিন ও মুহাজির (হিজরতকারী) অপেক্ষা। তবে তোমরা তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া দেখাতে পার। এটা (আল্লাহর)

الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝٧ وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ

কিতা-বি মাস্‌তূরা-। ৭। ওয়া ইয্ আখায্‌না- মিনান্ নাবিয়্যীনা মীছা-ক্বাহুম ওয়া মিন্‌কা ওয়া মিন্ নূহিঁও ওয়া ইব্‌রা-হীমা
কিতাবে লিখিত আছে। (৭) স্মরণ করুণ! যখন আমি নবীগণের নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং (বিশেষভাবে) আপনার থেকেও এবং নূহ, ইবরাহীম,

وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝٨ لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ

ওয়া মূসা- ওয়া 'ঈসাব্‌নি মারইয়ামা, ওয়া আখায্‌না- মিন্‌হুম মীছা-ক্বান্ গালীজা-। ৮। লিয়াস্‌আলাস্ব স্বা-দিক্বীনা
মূসা, মরিয়ম পুত্র ঈসার নিকট হতে– আমি তাদের থেকে নিয়েছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার, (৮) সত্যবাদী গণের থেকে তাদের সত্যতা সম্পর্কে

عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝٩ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا ع ১ ১৭ রুকূ

'আন্ স্বিদক্বিহিম, ওয়া আ'আদ্দা লিল্ কা-ফিরীনা 'আযা-বান আলীমা-। ৯। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুয্ কুরূ
জিজ্ঞেস করার জন্য। তিনি (আল্লাহ) কাফিরদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন কষ্টদায়ক শাস্তি। (৯) হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর,

نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۗ

নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম ইয্ জ্বা—আত্‌কুম জুনূদুন ফাআরসাল্‌না- 'আলাইহিম রীহাঁও ওয়া জুনূদাল্ লাম্ তারাওহা- ;
যখন তোমাদের মোকাবেলায় উপস্থিত হয়েছিল সৈন্যবাহিনী, অতঃপর আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম (প্রচন্ড) বায়ু এবং এমন

وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿١٠﴾ اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ

ওয়া কা-নাল্লা-হু বিমা-তা'মালূনা বাস্বীরা- । ১০ । ইয্ জা—উকুম মিন্ ফাওক্বিকুম ওয়া মিন্ আস্ফালা মিন্কুম

সৈন্যবাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখনি। তোমরা যা কিছু কর তা আল্লাহ দেখেন। (১০) যখন (শত্রুরা) তোমাদের উপর এসে উপস্থিত হয়েছিল উচ্চ (এলাকা) হতে

وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ﴿١١﴾

ওয়া ইয্ যা-গাতিল্ আব্স্বা-রু ওয়া বালাগাতিল ক্বুলূবুল্ হ্বানা-জ্বিরা ওয়া তাজুন্নূনা বিল্লা-হিজ্ জুনূনা- ।

এবং নিম্ন (এলাকা) হতে এবং যখন (তোমদের) চক্ষু বক্র (বিকৃত) হয়েছিল এবং প্রাণ গলা পর্যন্ত পৌছেছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা করছিলে।

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ﴿١٢﴾ وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ

১১ । হুনা-লিকাব্ তুলিয়াল মু'মিনূনা ওয়া যুল্যিলূ যিল্যা-লান্ শাদীদা- । ১২ । ওয়া ইয্ ইয়াক্বূলুল্ মুনা-ফিক্বূনা

(১১) তখন (প্রকৃত) মুমিনগণকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে কম্পিত হয়েছিল। (১২) আর তখন মুনাফিক এবং যাদের অন্তরে (সন্দেহের).

وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٣﴾ وَاِذْ قَالَتْ

ওয়াল্লাযীনা ফী ক্বুলূবিহিম্ মারাদ্বুম্ মা- ওয়া'আদানাল্লা-হু ওয়া রাসূলুহূ~ইল্লা- গুরূরা- । ১৩ । ওয়া ইয্ ক্বা-লাত্

ব্যাধি ছিল তারা বলতে লাগল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই না। (১৩) তাদের মধ্যে একটি দল

طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ

ত্বা—ইফাতুম্ মিন্হুম ইয়া~আহ্লা ইয়াছ্রিবা লা-মুক্বা-মা লাকুম ফারজি'উ, ওয়া ইয়াস্তা'যিনু ফারীক্বুম্ মিন্হুমুন্

বলেছিল, হে ইয়াসরিব (মদীনা) বাসী! এখানে তোমাদের জন্য কোন থাকার স্থান নেই, অতএব তোমরা ফিরে চল। আর তাদের মধ্যে এক দল একথা বলে

النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۛ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ﴿١٤﴾

নাবিয়্যা ইয়াক্বূলূনা ইন্না বুয়ূতানা- 'আওরাতুন ; ওয়া মা- হিইয়া বি'আওরাতিন ; ইঁয় ইউরীদূনা ইল্লা- ফিরা-রা- ।

নবী থেকে অনুমতি প্রার্থনা করে ছিল যে, আমাদের গৃহ অরক্ষিত। অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। মূলতঃ তাদের উদ্দেশ্যে ছিল শুধু ভেগে যাওয়া।

মা'আ ঃ ১০

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَاۤ

১৪ । ওয়া লাও দুখিলাত্ 'আলাইহিম মিন্ আক্বত্বা-রিহা- ছুম্মা সুইলুল্ ফিত্নাতা লাআ-তাওহা- ওয়া মা- তালাব্বাছূ বিহা~

(১৪) যদি শত্রুরা তাদের উপর শহরের চতুর্দিক দিক হতে প্রবেশ করত, এবং তাদের কছে এ দাবী রাখত যে, তোমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে ফিতনার সৃষ্টি কর।

اِلَّا يَسِيْرًا ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ؕ وَكَانَ

ইল্লা-ইয়াসীরা- । ১৫ । ওয়া লাক্বাদ্ কা-নূ 'আ-হাদুল্লা-হা মিন্ ক্বাব্লু লা- ইউওয়াল্লূনাল্ আদ্বা-রা ; ওয়া কা-না

তখন অবশ্যই নেমে পড়ত, এতে তারা বিলম্ব করত না। (১৫) এর পূর্বে তো তারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করছিল যে, তারা পিছু ফিরে পালাবে না। আল্লাহর সাথে

○ টীকা (আঃ ১২) ঃ পরিখা খননকালে মাটির অভ্যন্তরস্থ পাথরের সাথে কোদালের ঘর্ষণে কয়েকবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। প্রত্যেক বারেই হুযূর (স) বললেন, আমি রোম, পারস্য ও সিরিয়ার অট্টালিকাসমূহ দেখতেছি, শীঘ্রই তা আমাদের করতলগত হবে বলে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন। কাফেরদের পরিবেষ্টনে মুসলমানদের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়লে মুনাফেকরা বলতে লাগল, এই তো পারস্য বিজয়ের শুভ সংবাদ। নিছক ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১৫) ঃ অর্থাৎ, কাফেররা এসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এদের সহযোগিতা চাইলে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হবে। তখন আর বাড়ীঘর অরক্ষিত থাকার বাহানা করবে না। কাজেই বুঝা যায়, কাফেরদের সাথে তাদের মিত্রতাই মূল কারণ, গৃহ রক্ষার কথা বাহানা মাত্র। (কুঃ কাঃ)

عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ﴿١٦﴾ قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ

'আহ্‌দুল্লা-হি মাস্‌উলা- । ১৬ । কুল্ লাঁই ইয়ান্‌ফা'আকুমুল্ ফিরা-রু ইন্ ফারার্‌তুম মিনাল্ মাওতি আওয়িল্ ক্বাত্‌লি

কৃত অঙ্গীকারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেই। (১৬) বলুন, যদি তোমরা মৃত্যু ও হত্যার ভয়ে পলায়ন করে থাক তবে এ পলায়ন তোমাদের কোনই কাজে আসবে না।

وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٧﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ

ওয়া ইযাল্ লা-তুমাত্তা'উনা ইল্লা-ক্বালীলা- । ১৭ । কুল্ মান্ যাল্লাযী ইয়া'স্বিমুকুম্ মিনাল্লা-হি ইন্ আরা-দা বিকুম্

তখন তোমরা খুব অল্প সময়ই ভোগ করতে পারবে। (১৭) বলুন, যদি আল্লাহ তোমাদের কোন ক্ষতির ইচ্ছা করেন, তবে কে আছে, যে আল্লাহ হতে তোমাদেরকে

سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

সু—আন্ আও আরা-দাবিকুম রাহ্‌মাতান ; ওয়ালা- ইয়াজ্বিদূনা লাহুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়ালিয়্যাওঁ ওয়ালা- নাস্বীরা- ।

রক্ষা করবে এবং তিনি যদি তোমাদের রহমত ও অনুগ্রহ চান (তবে কে আছে তাতে বাধা দেয়ার)? তারা তাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না।

﴿١٨﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا

১৮ । ক্বাদ্ ইয়া'লামুল্লা-হুল মু'আওয়িক্বীনা মিন্‌কুম ওয়াল্ ক্বা—ইলীনা লিইখ্‌ওয়া-নিহিম হালুম্মা ইলাইনা-, ওয়ালা-

(১৮) আল্লাহ ভালভাবে জানেন, তোমাদের মধ্যে যারা (যুদ্ধে অংশগ্রহণে) বাধাদানকারী এবং যারা বলে তাদের ভাইদেরকে, আমাদের কাছে চলে এস, এবং তারা খুব

يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٩﴾ اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖۚ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ

ইয়া'তূনাল্ বা'সা ইল্লা- ক্বালীলা- । ১৯ । আশিহ্‌হাতান 'আলাইকুম, ফাইযা- জ্বা—আল্ খাওফু রাআইতাহুম

কমই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। (১৯) (এমতাবস্থায় যে) তোমাদের উপর কৃপণতা করে, অতঃপর যখন ভয়ের মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়,

يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ

ইয়ান্‌জুরূনা ইলাইকা তাদূরু আ'ইউনুহুম কাল্লাযী ইউগ্‌শা- 'আলাইহি মিনাল্ মাওতি, ফাইযা- যাহাবাল

তখন তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা চোখ উলটিয়ে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে; সে ব্যক্তির মত, যে (ভয়ে) মূর্ছিত হয়ে পড়ে

الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ

খাওফু সালাক্বূকুম বিআল্‌সিনাতিন্ হিদা-দিন আশিহ্‌হাতান 'আলাল্ খাইরি ; উলা—ইকা লাম্ ইউ'মিনূ ফাআহ্‌বাত্বাল্লা-হু

মৃত্যুর কষ্টের কারণে। কিন্তু যখন ভয় চলে যায় তখন তারা (গণীমতের) সম্পদের লোভে, তোমাদেরকে উগ্র (কটু) কথা দ্বারা কষ্ট দিয়ে থাকে। ওরা ঈমান আনেনি,

اَعْمَالَهُمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٢٠﴾ يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ

আ'মা-লাহুম ; ওয়া কা-না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীরা- । ২০ । ইয়াহ্‌সাবূনাল আহ্‌যা-বা লাম্ ইয়ায্‌হাবূ,

ফলে, আল্লাহ তাদের সব কাজগুলো ব্যর্থ করে দিয়েছেন; এবং এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। (২০) তাদের ধারণা যে, (কাফির) বাহিনী চলে যায়নি। যদি সে বাহিনী পুনরায়

وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ

ওয়া ইঁয় ইয়া'তিল আহ্‌যা-বু ইয়াওয়াদ্দূ লাও আন্নাহুম্ বা-দূনা ফিল্ আ'রা-বি ইয়াস্‌আলূনা 'আন্

এসেও পড়ে, তখন তারা (মুনাফিকরা) কামনা করবে যে, তাদের জন্য কতইনা ভাল হত, যদি তারা মরুবাসী বেদুঈনদের মধ্যে থেকে

২ ع ১৮ রুকূ

أَنۢبَآئِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا۟ فِيكُم مَّا قَٰتَلُوٓا۟ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢١﴾ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى

আম্বা—ইকুম ; ওয়া লাও কা-নূ ফীকুম্ মা- ক্বা-তালূ~ইল্লা- ক্বালীলা- । ২১ । লাক্বাদ্ কা-না লাকুম ফী

তোমাদের খবর জিজ্ঞেস করে জেনে নিত। যদিও তারা তোমাদের মাঝে অবস্থান করত, (তবুও) তারা কমই যুদ্ধ করত। (২১) নিশ্চয়ই তোমাদের

رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ

রাসূলিল্লা-হি উস্‌ওয়াতুন হ্বাসানাতুল্ লিমান্ কা-না ইয়ারজুল্লা-হা ওয়াল্ ইয়াওমাল্ আ-খিরা ওয়া যাকারাল্লা-হা

জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ রাসূলুল্লাহর মধ্যে, অর্থাৎ সে ব্যক্তির জন্য, যে প্রত্যাশা করে আল্লাহর এবং পরকালের এবং বেশী করে আল্লাহর

كَثِيرًا ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا۟ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ

কাছীরা । ২২ । ওয়া লাম্মা- রাআল্ মু'মিনূনাল্ আহ্‌যা-বা ক্বা-লূ হা-যা- মা- ওয়া'আদানাল্লা-হু ওয়া রাসূলুহূ

যিকির করে। (২২) মুমিনগণ যখন (কাফিরদের) বাহিনীকে দেখল, তারা বলে উঠল, এতো তাই যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দিয়েছিলেন

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٣﴾ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

ওয়া স্বাদাক্বাল্লা-হু ওয়া রাসূলুহূ, ওয়া মা- যা-দাহুম ইল্লা~ঈমা-নাওঁ ওয়া তাস্‌লীমা- । ২৩ । মিনাল্ মু'মিনীনা

এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্য আরও বৃদ্ধি পেল। (২৩) মুমিনগণের মধ্যে কিছু (এমন) ব্যক্তিও

رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ

রিজা-লুন স্বাদাকূ মা- 'আ-হাদুল্লা-হা 'আলাইহি, ফামিন্‌হুম্ মান্ ক্বাদ্বা- নাহ্বাহূ ওয়া মিন্‌হুম্ মাইঁ ইয়ান্তাজিরু,

আছে, যারা আল্লাহর সাথে যা অঙ্গীকার করেছে তা সত্য করে দেখিয়েছে, তাদের মধ্যে কেহ তার (শাহাদতের) ইচ্ছা পূর্ণ করেছে এবং কেহ অপেক্ষায় রয়েছে।

وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا ﴿٢٤﴾ لِّيَجْزِىَ ٱللَّهُ ٱلصَّٰدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ

ওয়ামা- বাদ্দালূ তাব্‌দীলা- । ২৪ । লিয়াজ্‌যিয়াল্লা-হুস্ব স্বা-দিক্বীনা বিস্বিদ্‌ক্বিহিম ওয়া ইউ'আয্‌যিবাল্ মুনা-ফিক্বীনা

তারা তাদের অঙ্গীকার পরিবর্তন করেনি। (২৪) যাতে, আল্লাহ প্রতিদান দেন, সত্যবাদী গণকে তাদের সত্যতার জন্য এবং যদি তিনি চান তবে মুনাফিকদেরকে

إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٥﴾ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ

ইন শা—আ আও ইয়াতূবা 'আলাইহিম ; ইন্নাল লা-হা কা-না গাফূরার্ রাহীমা- । ২৫ । ওয়া রাদ্দাল্লা-হুল্ লাযীনা

শাস্তি দিবেন, বা তাদের তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (২৫) আল্লাহ কাফিরদেরকে তাদের ক্রোধ সহ (মদীনা)

كَفَرُوا۟ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا۟ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ

কাফারূ বিগাইজিহিম লাম্ ইয়ানা-লূ খাইরান ; ওয়া কাফাল্লা-হুল মু'মিনীনাল ক্বিতা-লা ; ওয়া কা-নাল্লা-হু

হতে ফিরায়ে দিলেন। তারা কোন প্রকারই লাভবান হলনা এ যুদ্ধে; আল্লাহই যথেষ্ট ছিলেন মুমিনগণের জন্য আল্লাহ মহা ক্ষমতাবান,

○ টীকা (আঃ ২২) ঃ আয়াতটির সারমর্ম এই যে, মু'মেন.মাত্রেরই উচিত, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অনুসরণকারী ও অনুগত হয়ে যুদ্ধে দৃঢ়গত হয়ে থাকা, যাতে মুনাফেকেরা ঈমানের দাবী করে ঈমান সম্বন্ধীয় কর্তব্য লঙ্ঘন করার জন্য লজ্জিত হয়। পক্ষান্তরে খাঁটি মু'মেনদের জন্য এই শুভসংবাদ যে, তারাই অত্র আয়াতের লক্ষ্যস্থল। অর্থাৎ, তারাই আল্লাহ্ ও পরকালের ভয়ে ভীত এবং আল্লাহ তা'আলার অধিক স্মরণকারী। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ২৩) ঃ আনাস ইবনে নাযর (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণ বদর যুদ্ধে শহীদ হওয়ার সুযোগ না পেয়ে দুঃখিত হন এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, ভবিষ্যতে সুযোগ আসলে তাঁরা প্রাণপণে যুদ্ধ করে শহীদ হবেন। ফলতঃ হযরত আনাস (রা) ও মুসআব (রা) এবং হামযা (রা) ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। এবং অবশিষ্ট প্রতিজ্ঞাকারীগণ এখনও তাঁহাদের সংকল্পে অটুট রয়েছে এবং সুযোগের অপেক্ষা করতেছেন। (বঃ কোঃ)

قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿٢٥﴾ وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ

ক্বাওওয়িয়্যান 'আযীযা-। ২৬। ওয়া আন্‌যালাল্লাযীনা জা-হারূ হুম্ মিন্ আহ্‌লিল কিতা-বি মিন স্বাইয়া-স্বীহিম ওয়া ক্বাযাফা
মহা শক্তিশালী। (২৬) কিতাবধারীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল, আল্লাহ তাদেরকেও তাদের দুর্গ হতে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি

فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾ وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ

ফী কুলূবিহিমুর্ রু'বা ফারীক্বান্ তাক্বতুলূনা ওয়া তা'সিরূনা ফারীক্বা-। ২৭। ওয়া আওরাছাকুম আরদ্বাহুম
করে দিলেন। ফলে তোমরা (তাদের) এক দলকে হত্যা করেছ এবং এক দলকে বন্দী করেছ। (২৭) এবং তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী করে

وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٧﴾ يٰۤاَيُّهَا ৩ ع ৭ ১৯ রুকূ

ওয়া দিয়া-রাহুম ওয়া আম্‌ওয়া-লাহুম ওয়া আরদ্বাল্লাম তাত্বাউহা- ; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীরা-। ২৮। ইয়া~আইয়্যুহান্
দিলেন তাদের যমীন, তাদের ঘর-বাড়ী ও তাদের ধন-সম্পত্তির এবং সে যমীনেরও যেখানে তোমরা এখনও যাও নি। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (২৮) হে নবী!

النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ

নাবিয়্যু কুল্ লিআয্‌ওয়া-জিকা ইন্ কুন্‌তুন্না তুরিদ্‌নাল হ্বাইয়া-তাদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়া যীনাতাহা- ফাতা'আ-লাইনা উমাত্তি'কুন্না
আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, যদি তোমরা এ পার্থিব জীবন এবং তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ কামনা কর, তবে আস আমি তোমাদেরকে কিছু

وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ

ওয়া উসাররিহ্বকুন্না সারা-হ্বান্ জ্বামীলা-। ২৯। ওয়া ইন্ কুন্‌তুন্না তুরিদ্‌নাল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ওয়াদ্দা-রাল্ আ-খিরাতা
পার্থিব সামগ্রী দান করতঃ উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় করে দেই। (২৯) আর যদি তোমরা কামনা কর, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং পরকালের গৃহকে

فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ

ফাইন্নাল্লা-হা আ'আদ্দা লিল্ মুহ্‌সিনা-তি মিন্‌কুন্না আজ্‌রান 'আজীমা-। ৩০। ইয়া- নিসা—আন্ নাবিয়্যি মাইঁ ইয়া'তি মিন্ কুন্না
(তবে জেনে রাখ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে পুণ্যবতীর্দের জন্য তৈরী করে রেখেছেন মহা প্রতিদান। (৩০) হে নবীর স্ত্রীগণ!

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

বিফা-হিশাতিম্ মুবাইয়্যিনাতিইঁ ইউদ্বা-'আফ্ লাহাল 'আযা-বু দ্বি'ফাইনি ; ওয়া কা-না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীরা-।
তোমাদের মধ্য হতে যে প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করবে, তাঁর দ্বিগুণ শাস্তি হবে। আর এ (কাজ)টি আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

○ টীকা (আঃ ২৬) ঃ যে যুদ্ধের বিষয় পূর্ববর্তী কতিপয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, উহা 'খন্দক বা আহ্‌যাবের যুদ্ধ নামে বিখ্যাত। আহ্‌যাবের শাব্দিক অর্থ—দল। বস্তুতঃ উক্ত যুদ্ধে মদূনার পার্শ্ববর্তী মুশরিক, ইহুদী ও পল্লীবাসীদের বিভিন্ন দল একত্র মিলিত হইয়া মদীনা আক্রমণ করিতে এসেছিল এই হেতু উক্ত যুদ্ধ আহযাবের যুদ্ধ বলে কথিত হয়; এবং মুসলমাগণের তাদের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা হেতু মদীনায় চতুঃপার্শ্বে পরিখা খনন করেছিল, বলে তাকে 'খন্দক' বা 'পরিখার যুদ্ধ' বলে অভিহিত করা হয়। হিজরতের পরে মদীনার প্রধান অংশে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল। বনী নজীর নামীয় এক ইহুদী গোত্রও তথায় বসবাস করিত কিন্তু তারা মুসলমানদিগকে শান্তির সাথে থাকতে দিত না। কাজেই নিরাপদ ও যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া হযরত রাসূলে করীম (স) তাদেরকে মদীনা হতে বহির্গত করে দিলেন। এই সুযোগে তারা মদীনার চতুষ্পার্শ্বে অশান্তির অনল প্রজ্জ্বলিত করল এবং বার সহস্র লোককে অবরোধ করল। সে সময় মুসলমানের মোট সংখ্যা তিন সহস্র ছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশ নিরস্ত্র এবং কতিপয় কপটাচারী মুনাফিকও ছিল। এক মাসকাল বিপক্ষদল মদীনা অবরোধ করে রাখে, অবশ্য দূরে দূরে সামান্য সংঘর্ষ হত। পরিণামে আল্লাহর মহিমায় ভীষণ ঝটিকা প্রবাহিত হল, এতে অবরোধকারীগণ বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়ে আতঙ্কিত হল। যুদ্ধ শিবিরের তাম্বুগুলো উৎপাটিতে হল এবং অশ্বশকট প্রভৃতি যুদ্ধ উপকরণ ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ল। বাধ্য হয়ে তারা অবরোধ উঠায়ে চলে গেল। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৭) ঃ وارضا لم تطئوها - কেহ বলেন, এর দ্বারা খয়বরের যমীনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এর পরেই ৬ হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে মুসলমানগণ খয়বর বিজয় করেছিলেন। কেহ বলেন, এর দ্বারা মক্কা শরীফকে বুঝানো হয়েছে। কেহ বলেন, কেয়ামত পর্যন্ত যে সব জায়গায় মুসলমানগণ জয় করবেন সেসব জায়গাকে বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম)

পারা ২২

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ﴿٣١﴾

৩১। ওয়া মাইঁ ইয়াক্বনুত্ মিন্কুন্না লিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ওয়া তা'মাল্ স্বা-লিহ্বান্ নু'তিহা~আজ্রাহা- মার্রাতাইনি
(৩১) তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং নেক কাজ করবে আমি তাকে দুবার প্রতিদান দিব এবং আমি তাঁর জন্য

وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣٢﴾ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ

ওয়া 'আতাদ্না-লাহা- রিয্ক্বান্ কারীমা- । ৩২। ইয়া-নিসা—আন্ নাবিয়্যি লাস্তুন্না কাআহ্বাদিম্ মিনান্ নিসা—ই ইনিত্ তাক্বাইতুন্না
তৈরী করে রেখেছি উত্তম রিযিক। (৩২) হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য (সাধারণ) স্ত্রীদের মত নও, যদি তোমরা পরহেজগারী অবলম্বন কর, তবে তোমরা

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۚ

ফালা- তাখ্'দ্বানা বিল্ক্বাওলি ফাইয়াত্বমা'আল্ লাযী ফী ক্বাল্বিহী মারাদ্বুওঁ ওয়া কুল্না ক্বাওলাম্ মা'রূফা-।
এমন বিনয়ী (আকর্ষণীয়) ভাবে কথা বল না, যাতে যার অন্তরে (কুপ্রবৃত্তির) রোগ রয়েছে সে (তাতে) লালায়িত হয় এবং তোমরা সঙ্গত ভাবে কথাবার্তা বল।

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ ﴿٣٣﴾

৩৩। ওয়া ক্বার্না ফী বুয়ূতিকুন্না ওয়ালা-তাবার্রাজ্না তাবার্রুজ্বাল্ জ্বা-হিলিয়্যাতিল্ উলা- ওয়া আক্বিম্নাস্ব স্বালা-তা
(৩৩) এবং তোমরা তোমাদের নিজ গৃহে দৃঢ়ভাবে থাক এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের মত তোমরা নিজেদের (সাজ-সজ্জা) প্রদর্শন করে চল না এবং নামায আদায় করবে

وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ

ওয়া আ-তীনায্ যাকা-তা ওয়া আত্বি'নাল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ; ইন্নামা- ইউরীদুল্লা-হু লিইউয্হিবা 'আন্কুমুর্
এবং যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে চলবে। হে (নবীর) পরিবারগণ! আল্লাহ তো কেবলমাত্র এটাই চান যে, তোমাদের থেকে

الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٤﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ

রিজ্বসা আহ্লাল্ বাইতি ওয়া ইউত্বাহ্হিরাকুম তাত্বহীরা-। ৩৪। ওয়ায্কুর্না মা- ইউত্লা- ফী বুয়ূতিকুন্না মিন্
তিনি (সর্ব ধরনের) অপবিত্রতাকে দূর করে দিবেন এবং তোমাদেরকে অতি পবিত্র করবেন। (৩৪) তোমাদের গৃহে আল্লাহর যে আয়াতসমূহ

৪ ৫৭ ১ রুকূ

اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ

আ-ইয়া-তিল্লা-হি ওয়াল্ হিক্মাতি ; ইন্নাল্লা-হা কা-না লাত্বীফান্ খাবীরা-। ৩৫। ইন্নাল্ মুস্লিমীনা
ও হিকমত (নবীর হাদীস) পাঠ করা হয় তা তোমরা স্মরণ রেখ; নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও মহাবিজ্ঞ। (৩৫) নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ

وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ

ওয়াল্ মুসলিমা-তি ওয়াল্ মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনা-তি ওয়াল্ ক্বা-নিতীনা ওয়াল্ ক্বা-নিতা-তি ওয়াস্ব স্বা-দিক্বীনা
ও মুসলমান মহিলা, মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলা, অনুগত পুরুষ ও অনুগত মহিলা, সত্যবাদী পুরুষ

✪ শানে নুযূল (আঃ ৩১) ঃ مرتين - (দু'বার) প্রতিদান দ্বারা বুঝানো হয়েছে- (১) একবার আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যতার জন্য। (২) দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহর (সা) সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। (তাঃ কাদেরী) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৩) ঃ اهل البيت কতকের মতে, "আহলে বাইত" দ্বারা "রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণকে বুঝান হয়েছে। যা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কুরআন মাজীদ "আহলে বাইত" দ্বারা, হযরত আলী (রা)। হযরত ফাতিমা (রা) হযরত হাসান ও হোসাইন (রা)-কে বুঝান হয়েছে। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীগণকে "আহলে বাইত" বলতে চন না। তবে উভয়ের বর্ণনার মতে, সামঞ্জস্য হলো এই যে, উভয়গণই " আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীগণ, আহলে বাইত, তাতো কুরআন মাজীদ দ্বারা সু-স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আর রাসূলুল্লাহর (সা) জামাতা ও তাদের সন্তানগণ যে "আহলে বাইত" তাও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং, উভয় বর্ণনাই সঠিক। (কুঃ কারীম)